গদ্য ১০

বাংলা নববর্ষ শামসুজ্জামান খান

গদ্যটির মূলকথা

বাংলা নববর্ষ বাঙালির খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। আজকের বাংলাদেশ যে স্বাধীন হতে পেরেছে, তার পেছনে নববর্ষের প্রেরণাও সক্রিয় ছিল। বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বিশেষ করে নববর্ষ উদ্‌যাপনের ইতিকথা মিশে আছে। বাংলা সন কে, কবে প্রচলন করেছিলেন এ নিয়ে মতান্তর থাকলেও ধরে নেওয়া হয় সম্রাট আকবরের সময় এ সনের গণনা আরম্ভ হয়। পরে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। নববর্ষে হালখাতা, বৈশাখী মেলা, ঘোড়দৌড়, বিভিন্ন লোকমেলার আয়োজন করে সাধারণ মানুষ এ উৎসবকে প্রাণে ধারণ করেছে।

গদ্যটির শিখনফল : গদ্যটি অনুশীলন করে আমি–

- শিখনফল-১ : বাংলা নববর্ষ উৎসবের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারব। [ঢা. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]
- শিখনফল-২ : বাংলা নববর্ষের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরূপ মনোভাব সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিখনফল-৩ : বৈসাবী অনুষ্ঠান সম্পর্কে অবহিত হতে পারব।
- শিখনফল-৪ : বাংলা সন চালু হওয়ার ইতিহাস জানতে পারব।
- শিখনফল-৫ : নববর্ষে উদযাপিত অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করব। [কু. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; রা. বো. '১৭; সি. বো. '১৭; দি. বো. '১৭]
- শিখনফল-৬ : বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী হতে সচেষ্ট হব। [রা. বো. '১৮]
- শিখনফল-৭ : মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান 'আমানি' ও পুণ্যাহ প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। [রা. বো. '১৯]
- শিখনফল-৮ : গঠনে নববর্ষের হালখাতা অনুষ্ঠান সম্পর্কে অবহিত হতে পারব। [য. বো. '১৭]

লেখক-পরিচিতি

নাম : শামসুজ্জামান খান।

জন্ম তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ। **জন্মস্থান :** মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার চারিগ্রাম।

কর্মজীবন/ পেশা : বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ছিলেন।

সাহিত্যকর্ম : প্রবন্ধ-গবেষণা : নানা প্রসঙ্গ, গণসঙ্গীত, মাটি থেকে মহীরুহ, আধুনিক ফোকলোর চিন্তা, ফোকলোর চর্চা ইত্যাদি। **রম্য-রচনা :** ঢাকাই রঙ্গরসিকতা, গ্রাম বাংলার রঙ্গরসিকতা ইত্যাদি। **শিশুসাহিত্য :** দুনিয়া মাতানো বিশ্বকাপ, লোভী ব্রাহ্মণ ও তেনালীরাম, ছোটদের অভিধান (যৌথ)।

পুরস্কার ও সম্মাননা : তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করেন। **মৃত্যু :** ১৪ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাঙালির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে। এছাড়া তারা পাহাড়িদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কেও জানবে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

পয়লা – প্রথম, তারিখ গণনার ক্ষেত্রে মাসের প্রথম দিন।
নববর্ষ – নতুন বছর।
উৎসব – আনন্দানুষ্ঠান।
অগ্রাহ্য – না-মঞ্জুর, অবজ্ঞেয়, বাতিল।
ইতিহাস – প্রাচীন কথা, অতীত কথা, পূর্ব-বৃত্তান্ত।
ঐতিহাসিক – ইতিহাসবেত্তা, ইতিহাসজ্ঞ, ইতিহাসকার।
আঞ্চলিক – স্থানীয়, বিশেষ এলাকা বা স্থান সংক্রান্ত।
মাতোয়ারা – আত্মহারা, বিভোর, বিহ্বল, মত্ত, মাতাল।

বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই–

উচ্ছ্বাস	শান্তি	সমৃদ্ধি	পরিপন্থী	কল্যাণ	সংস্কৃতি	অগ্রাহ্য	মুখ্যমন্ত্রী	বৈসুব	সাংগ্রাহ
আঙ্গিক	স্বপ্ন	অপক্ষ	সন্ধান	বর্ণিল	গৃহকর্ত্রী	সোচ্চার	যুক্তফ্রন্ট	স্বৈরাচারী	পুণ্যাহ

অনুশীলন

সেরা প্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, গদ্যটিতে সংযোজিত প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর — পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. **বাংলা সন চালু করা হয় কোন খ্রিস্টাব্দে?**
ক ১৫৫৬ খ ১৫৬১
(ক) গ ১৯৫৪ ঘ ১৯৬৭
[তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-62]

» তথ্য-ব্যাখ্যা : অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত মনে করেন, মুঘল সম্রাট আকবর চান্দ্র হিজরি সনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমন্বয় করে ১৫৫৬ সাল বা ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন।

২. **সাল কথাটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?**
ক আরবি খ বাংলা
(গ) গ ফারসি ঘ উর্দু
[তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-62]

৩. **বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে যুক্ত কারণ—**
i. এ উৎসব আমাদের সংস্কৃতির অংশ
ii. এ সময় আমরা নতুন কাপড় পরে আনন্দ করি
iii. এটি প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্জিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(গ) ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii
[তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ]

» তথ্য-ব্যাখ্যা : বাংলা নববর্ষ বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। তাই এটি আমাদের বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। আর নববর্ষে আমরা নতুন কাপড় পরে আনন্দ করলেও এটি বাঙালি জাতিসত্তার দিকটিকে ধারণ করে না। তাই (গ) সঠিক উত্তর।

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নর উত্তর দাও :
টুটুল টেলিভিশনে মধ্যযুগের নববর্ষের অনুষ্ঠানের কিছু অংশ দেখছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছে ধনী-গরিব সবাই জামাকাপড় পরে জমিদার বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাচ্ছে। সেখানে তারা খাওয়া-দাওয়া. শেষে জমিদারকে জমির খাজনা পরিশোধ করে ফিরে আসছে।

৪. **টুটুলের দেখা অনুষ্ঠানটিকে কী বলা হয়?**
ক হালখাতা খ পুণ্যাহ
(খ) গ বৈসাবি ঘ নবান্ন
» তথ্য-ব্যাখ্যা : পয়লা বৈশাখে প্রজারা নবাব বা জমিদার বাড়িতে আমন্ত্রিত হতেন। তাদের মিষ্টিমুখও করানো হতো। এ অনুষ্ঠানকে বলা হতো পুণ্যাহ। উদ্দীপকে টেলিভিশনে দেখানো অনুষ্ঠানটি পুণ্যাহ অনুষ্ঠানটিকেই নির্দেশ করে। তাই (খ) সঠিক উত্তর।

৫. **এ ধরনের অনুষ্ঠানের পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনটি?**
ক অর্থনৈতিক খ রাজনৈতিক
(ক) গ সামাজিক ঘ ধর্মীয়
[তথ্যসূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-62]

» তথ্য-ব্যাখ্যা : 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জমিদাররা মূলত প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত। তাই এর উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। তাই (ক) সঠিক উত্তর।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ০১ সীমা ও চৈতি দুই বান্ধবী। আজ তাদের খুব আনন্দের দিন, কারণ আজ নববর্ষ। তারা দুইজনে লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে চলে যায় রমনার বটমূলে। সেখানে কত মানুষের ভিড়। ছেলে, মেয়ে, শিশু, বুড়ো, সবাই সেজেছে নতুন সাজে। সেখানে সীমার খালাতো বোন তন্বীর সাথে দেখা। সীমা খালা-খালু সবার খোঁজ পেল তন্বীর কাছ থেকে। ছোট খালাতো বোনের জন্য কিনে দিল নানান খেলনা। নিজের বাড়ির জন্য কিনে নিল কুলা, ঝুড়ি, হাঁড়ি, পাতিল ইত্যাদি। চৈতি মনের আনন্দে গেয়ে উঠল :

তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥
.....
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

ক. ছায়ানট কত সাল থেকে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু করে? ১
খ. হালখাতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. চৈতির গানে বাংলা নববর্ষের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?— ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের মূল সুরটিই যেন ফুটে উঠেছে।— এ মন্তব্যের মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ১

ক • ছায়ানট ১৯৬৭ সাল থেকে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু করে।

খ • হালখাতা হলো পহেলা বৈশাখে আয়োজিত অনুষ্ঠানবিশেষ।

• হালখাতা অনুষ্ঠানটি করতেন ব্যবসায়ীরা। মানুষ সারাবছর ধরে বাকিতে দোকান থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করত। পয়লা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে দোকানিদের সেই বাকির টাকা মিটিয়ে দিত। হালখাতা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রঙের কাগজ দিয়ে দোকানিরা তাদের দোকান সাজাতেন। গ্রাহক-খরিদ্দারদের মিষ্টিমুখ করানো হতো। এ সময় হাসিঠাট্টা, গল্পগুজবের মধ্যে বকেয়া আদায় এবং উৎসবের আনন্দ উপভোগ দুই-ই সম্পন্ন হতো।

গ • চৈতির গানে বাংলা নববর্ষের পুরোনো বছরের দুঃখকষ্ট দূরীভূত হয়ে নতুন বছরে পৃথিবী যেন পূত-পবিত্র হয়ে ওঠে সে দিকটি ফুটে উঠেছে।

• বৈশাখ মাসের প্রথম দিন বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হয়। নববর্ষে নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমস্ত জরা-জীর্ণ-ক্লান্তি দূর হয়ে সবার জীবন যেন সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে— এই কামনা করা হয়।

• উদ্দীপকের দুই বান্ধবী সীমা ও চৈতি বাংলা নববর্ষে লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে চলে যায় রমনার বটমূলে। সেখানে অসংখ্য মানুষ নানা রকম সাজে সজ্জিত হয়ে এসেছে। সেখানে গিয়ে সীমা নিজের ও খালাতো বোনের জন্য জিনিসপত্র কেনে। চৈতি মনের আনন্দে গান গেয়ে ওঠে। গানের মূলকথায় পুরোনো সব দুঃখ-গ্লানি মুছে গিয়ে নতুন বছরে পৃথিবী যেন শুচি-শুভ্র হয়ে ওঠে সেই প্রত্যাশা করা হয়।

'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও বলা হয়েছে যে, বাংলা নববর্ষ বাঙালির প্রধান জাতীয় উৎসব। নববর্ষ সব দেশের, সব মানুষেরই আনন্দের দিন। শুধু আনন্দ-উচ্ছ্বাসই নয়, সব মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়েই নববর্ষ উদযাপন করা হয়। এভাবে উদ্দীপকে প্রবন্ধের এ কল্যাণ কামনার বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

ঘ • উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের মূল সুরটিই যেন ফুটে উঠেছে।— উক্তিটি যথার্থ।

• বাংলা নববর্ষ বাঙালির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে।

• উদ্দীপকে নববর্ষে দুই বান্ধবী সীমা ও চৈতি রমনার বটমূলে অনুষ্ঠান দেখতে যায়। মেলায় সীমার দেখা হয় তার খালাতো বোনের সাথে। সে বাড়ির সকলের খবর নেয়। ছোট খালাতো বোনের জন্য উপহার কিনে দেয়। এ ছাড়া সীমা বাড়ির জন্য কুলা, ঝুড়ি, হাঁড়ি ইত্যাদি কেনে এবং মনের আনন্দে চৈতি গান গেয়ে ওঠে। গানটির মূলকথা হলো— সকল দুঃখ-গ্লানি, জরা দূরীভূত হয়ে পৃথিবী যেন পবিত্র ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও বর্ণিত হয়েছে রমনার বটমূলের নববর্ষের আনন্দ উৎসব এবং পুরাতন সব দুঃখ-গ্লানি দূরীভূত হয়ে সবার জীবন সুখ-শান্তিতে ভরে ওঠার প্রত্যাশা।

• নববর্ষ প্রত্যেক মানুষেরই আনন্দ-উৎসবের দিন। শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাসই নয়, সব মানুষের কল্যাণ কামনারও দিন। তাই সবাই সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়ে মহা-ধুমধামে নতুন বছরে সবার সঙ্গে নববর্ষ পালন করে। উদ্দীপকের কল্যাণ কামনার বিষয়টি এবং আনন্দ উৎসব প্রবন্ধেরও মূল সুর। সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নে উল্লিখিত উক্তিটি যথার্থ।

গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — টপিকের ধারায় প্রণীত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

মূলপাঠ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 61

১. সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনার দিন কোনটি?
ক বসন্তের দিন খ নববর্ষের দিন
খ গ মঙ্গলবারের দিন ঘ পহেলা আষাঢ়

২. নববর্ষ উদযাপনের পেছনে কোন চেতনা যুক্ত?
ক স্থূল বিনোদন খ ভোগ-বিলাস
ঘ গ উন্মাদনা প্রকাশ ঘ কল্যাণকামী মনোভাব

৩. বাংলাদেশে কীভাবে নববর্ষ উদযাপিত হয়?
ক ঘোষণা দিয়ে খ শোকের সঙ্গে
ঘ গ অনুতাপের সাথে ঘ মহা ধুমধামের সাথে

৪. আমাদের দেশে বাংলা নববর্ষের দিন শুভেচ্ছা জানানোর ভাষা কোনটি?
ক ভালো নববর্ষ খ শুভ নববর্ষ
খ গ স্বাগতম নববর্ষ ঘ জয় নববর্ষ

৫. পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল কত সালে?
ক ১৯৪৭ সালে খ ১৯৫২ সালে
গ গ ১৯৫৪ সালে ঘ ১৯৫৬ সালে

৬. যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠিত হয় কত সালে?
ক ১৯৫৪ সালে খ ১৯৪৫ সালে
ক গ ১৯৩৫ সালে ঘ ১৯৩৪ সালে

৭. বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করে কোন সরকার?
ক আইয়ুব খান খ হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী
ঘ গ পাকিস্তান ঘ এ. কে. ফজলুল হক

৮. ছায়ানট কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক
গ গ সাংস্কৃতিক ঘ ব্যক্তিগত

৯. 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক ১৯৫০ সালে খ ১৯৫৫ সালে
গ গ ১৯৬১ সালে ঘ ১৯৬২ সালে

১০. মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সন চালু করেন বলে মত দিয়েছেন কারা?
ক ঐতিহাসিকগণ খ অধ্যাপকগণ
ক গ ভাষাবিশারদগণ ঘ বুদ্ধিজীবীগণ

১১. ৯৯২ হিজরি ইংরেজি কত সাল?
ক ১৪৫৬ সালে খ ১৫৫৬ সালে
ক গ ১৬৫৬ সালে ঘ ১৭৫৬ সালে

১২. 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান চালু করেন কারা?
ক প্রজারা খ জমিদাররা
খ গ মন্ত্রীরা ঘ ব্যবসায়ীরা

১৩. কোথাকার নবাবরা 'পুণ্যাহ' পালন করতেন?
ক কলকাতার খ বীরভূমের
গ গ মুর্শিদাবাদের ঘ দিল্লির

১৪. বৈশাখের প্রথম দিনে সংঘটিত মেলাগুলো কোন বৈশিষ্ট্যের?
ক মাসিক খ ত্রৈমাসিক
ঘ গ ষান্মাসিক ঘ বার্ষিক

১৫. আগেকার দিনের বৈশাখী মেলায় কোন বিনোদন সংস্কৃতির প্রভাব ছিল?
ক কবিগান, যাত্রা খ অভিনয়, নৃত্য
ক গ আধুনিক গান, আবৃত্তি ঘ বিতর্ক, বক্তৃতা

১৬. চট্টগ্রামের বিখ্যাত বলী খেলাটি নববর্ষের কোন উৎসবের আওতাভুক্ত?
ক সর্বজনীন খ প্রাত্যহিক
গ গ আঞ্চলিক ঘ বিশেষ

১৭. বলী খেলা হলো—
ক ফুটবল খেলা খ বক্সিং লেখা
ঘ গ গোল্লাছুট খেলা ঘ কুস্তি খেলা

১৮. কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের নানা স্থানে বলী খেলাটি প্রচলিত হয় কত সালে?
ক ১৯০৫ সালে খ ১৯০৭ সালে
খ গ ১৯০৯ সালে ঘ ১৯১১ সালে

১৯. আমানি নববর্ষের একটি প্রাচীন—
ক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান খ ধর্মীয় অনুষ্ঠান
ক গ শাপমূলক অনুষ্ঠান ঘ তান্ত্রিকতাধর্মী অনুষ্ঠান

২০. সন্ধ্যারাতে কে এক হাঁড়ি পানিতে অপক্ক চাল ভিজাতে দেন?
ক পুরোহিত খ আত্মীয়রা
গ গ গৃহকর্ত্রী ঘ বাড়ির মালিক

২১. আমানির জন্য এক হাঁড়ি পানিতে ছাড়তে হয়—
ক অপক্ক চাল খ অপক্ক ডাল
ক গ অর্ধপক্ক চাল ঘ অর্ধপক্ক ডাল

২২. নিচের কোন অনুষ্ঠানটি এখন খুব একটা দেখা যায় না?
ক বৈশাখী মেলা খ হালখাতা
গ গ আমানি ঘ বৈসাকিব

২৩. আগে গরুর দৌড় অনুষ্ঠিত হতো কোন কোন জেলায়?
ক মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ খ বি. বাড়িয়া, টাঙ্গাইল
ক গ কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ঘ চট্টগ্রাম, ফরিদপুর

২৪. রমনার পাকুড়মূলে ছায়ানট কত সালে নববর্ষের অনুষ্ঠান শুরু করে? [ঢা. বো. '১৯]
ক ১৯৬৫ সালে খ ১৯৬৬ সালে
গ ১৯৬৭ সালে ঘ ১৯৬৮ সালে
গ

২৫. বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন কে? [য. বো. '১৯]
ক সম্রাট আকবর খ খাজা নাজিম উদ্দিন
গ ইয়াহিয়া খান ঘ এ. কে. ফজলুল হক
ঘ

২৬. "বৈশাখের প্রথম দিন, দোকানে দোকানে ভিড়। চলছে মিষ্টি খাওয়ার ধুম।"– উদ্দীপকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের কোন অনুষ্ঠানকে ইঙ্গিত করে? [কু. বো. '১৯]
ক পুণ্যাহ খ হালখাতা
গ বৈশাখী মেলা ঘ আমানি
খ

২৭. 'ব্যবসায়ী নিতাই সাহা ক্রেতাদের আপ্যায়িত করলেন এবং ক্রেতারা তাদের সাধ্যমতো বকেয়া পরিশোধ করে দিলেন।'– উদ্ধৃতাংশটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের কোন অনুষ্ঠানকে ইঙ্গিত করে? [চ. বো. '১৯]
ক আমানি খ বৈসাবি
গ হালখাতা ঘ পুণ্যাহ
গ

২৮. কত হিজরিতে বাংলা সন চালু হয়? [ব. বো. '১৭, '১৯]
ক ৯৯০ হিজরিতে খ ৯৯১ হিজরিতে
গ ৯৯২ হিজরিতে ঘ ৯৯৩ হিজরিতে
গ

২৯. বাংলার কৃষকের পারিবারিক অনুষ্ঠান কোনটি? [ঢা. বো. '১৮]
ক পুণ্যাহ খ হালখাতা
গ আমানি ঘ বৈসাবি
গ

৩০. পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান কোনটি? [রা. বো. '১৮]
ক পুণ্যাহ খ বৈশাখী মেলা
গ বলী খেলা ঘ হালখাতা
ঘ

৩১. 'মোরগের লড়াই' সাধারণত কোন এলাকার খেলা? [কু. বো. '১৮; সি. বো. '১৯]
ক মানিকগঞ্জ খ মুন্সিগঞ্জ
গ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘ নেত্রকোনা
গ

৩২. নববর্ষের প্রধান অনুষ্ঠান হলো– [সি. বো. '১৮]
ক হালখাতা খ বৈশাখী মেলা
গ যাত্রা ঘ পুণ্যাহ
খ

৩৩. 'আমানি' মূলত কাদের পারিবারিক অনুষ্ঠান? [ব. বো. '১৮]
ক জমিদারের খ ব্যবসায়ীদের
গ কৃষকদের ঘ শ্রমজীবীদের
গ

৩৪. 'মিলি প্রাণের সম্মিলনে উৎসবে'– 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে চিত্রিত কোন দিকটি এখানে ফুটে উঠেছে? [ব. বো. '১৮]
ক ঐক্য খ আনন্দ
গ সাজসজ্জা ঘ বিনোদন
ক

৩৫. নাগরদোলার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ আর নানা রকমের দোকানে জমে উঠেছে নদীতীরের বটতলা।
– উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' রচনার কোন উৎসবের পরিচয় ফুটে উঠেছে? [দি. বো. '১৮]
ক আমানি খ পুণ্যাহ
গ হালখাতা ঘ বৈশাখী মেলা
ঘ

৩৬. 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধ পাঠে শিক্ষার্থীরা বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির কোনটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে? [ঢা. বো. '১৭]
ক উৎসব খ সাহিত্য
গ খাদ্যাভ্যাস ঘ ইতিহাস
ক

৩৭. বাংলা নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে কী নিহিত রয়েছে? [য. বো. '১৭]
ক আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি খ আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি
গ আমাদের স্বকীয়তা ঘ আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা
গ

৩৮. হালখাতা কেন করা হয়? [কু. বো. '১৭]
ক ক্রেতাকে মিষ্টিমুখ করানোর জন্য
খ আনন্দ উৎসব করার জন্য
গ বাকি আদায় ও ক্রেতার সাথে সুসম্পর্কের জন্য
ঘ বাকি আদায় ও আনন্দ উৎসব করার জন্য
ঘ

৩৯. 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান হারিয়ে যাওয়ার কারণ কী? [সি. বো. '১৭]
ক সংস্কৃতির পরিবর্তন খ জমিদারদের অনীহা
গ গ্রাহক খরিদ্দারদের অনীহা ঘ জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি
ঘ

৪০. কোনটি নববর্ষের আঞ্চলিক উৎসব? [দি. বো. '১৭]
ক বৈসাবি খ বৈশাখী মেলা
গ হালখাতা ঘ পুণ্যাহ
ক

৪১. পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠানটি কী? [য. বো. '১৬]
ক আমানি খ বৈশাখী মেলা
গ শোভাযাত্রা ঘ হালখাতা
ঘ

৪২. নেকমরদের মেলা হয় কোন জেলায়? [দি. বো. '১৬; ব. বো. '১৫]
ক রাজশাহী খ দিনাজপুর
গ ঠাকুরগাঁ ঘ পঞ্চগড়
গ

৪৩. আমাদের নববর্ষ উৎসব ভাষা আন্দোলনের পর নতুন গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করেছে কেন? [ঢা. বো. '১৫]
ক পশ্চিমারা বাঙালি সংস্কৃতিকে সহ্য করেনি বলে
খ পাকিস্তানিরা বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে
গ নববর্ষের অনুষ্ঠানটি বাঙালি চেতনার উৎস বলে
ঘ নববর্ষ বাঙালির এক ঐতিহাসিক দিবস বলে
গ

৪৪. 'হালখাতা' ও 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের মধ্যে সাদৃশ্য কীসে? [কু. বো. '১৫; য. বো. '১৪]
ক উদ্‌যাপনে খ আড়ম্বরতায়
গ আপ্যায়নে ঘ উদ্দেশ্য সাধনে
ঘ

৪৫. নববর্ষের প্রধান সর্বজনীন উৎসব কয়টি? [চ. বো. '১৫]
ক একটি খ দুইটি
গ তিনটি ঘ চারটি
গ

৪৬. বাংলা নববর্ষে প্রথম ছুটির প্রচলন হয় কত সালে? [রা. বো. '১৪]
ক ১৯৫২ সালে খ ১৯৫৩ সালে
গ ১৯৫৪ সালে ঘ ১৯৫৫ সালে
গ

৪৭. 'হালখাতা' অনুষ্ঠানের আড়ম্বরপূর্ণ উদযাপন কমে যাওয়ার কারণ কী? [য. বো. '১৪]
ক মানুষের সচ্ছলতা খ ব্যবসায়িক মন্দা
গ ব্যবসায়ীদের অনাগ্রহ ঘ বকেয়া অনাদায়
ক

শব্দার্থ ও টীকা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 70

৪৮. 'কীর্তন' শব্দের অর্থ কী?
ক গান খ পরনিন্দা
গ গুণ-বর্ণনা ঘ আলোচনা
গ

৪৯. পাকিস্তান আমলের সময়কাল হলো–
ক ১৯২০-১৯৭১ খ ১৯২৫-১৯৭১
গ ১৯৪৭-১৯৭১ ঘ ১৯৫২-১৯৭১
গ

৫০. 'হালখাতা' ও 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের মধ্যে সাদৃশ্য কিসের? [ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক উদ্‌যাপনে খ লোকসমাগমে
গ আপ্যায়নে ঘ উদ্দেশ্য সাধনে
ঘ

৫১. 'আমানি' নববর্ষের কোন অনুষ্ঠান? [ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক সামাজিক খ সার্বজনীন
গ জাতীয় ঘ পারিবারিক
ঘ

৫২. কোনটি নববর্ষের প্রাচীন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান? [ময়মনসিংহ জিলা স্কুল]
ক কামানি খ জামানি
গ জাপানি ঘ আমানি
ঘ

৫৩. যা আগে ছিল এবং এখনও আছে– এর সংকুচিত রূপ কোনটি?
[রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]
ক আবহমান খ যাত্রা
ক গ বর্তমান ঘ সমসাময়িক

পাঠের উদ্দেশ্য ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 64

৫৪. 'বাংলা নববর্ষ' পাঠে শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে ধারণা পাবে?
ক বাঙালির অলস আয়োজন
খ বাঙালির বস্তুতান্ত্রিক জীবন
গ বাঙালির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সম্পর্কে
গ ঘ বাঙালির বিনোদন কর্মকাণ্ড

পাঠ-পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 64

৫৫. আমাদের স্বাধীনতা লাভের শক্তির পেছনে কোন প্রেরণা কাজ করেছে?
ক নববর্ষের প্রেরণা খ ভোগ-বিলাসের প্রেরণা
ক গ জীবন উপভোগের প্রেরণা ঘ সাম্প্রদায়িকতার প্রেরণা

৫৬. বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে কোনটি গভীরভাবে যুক্ত রয়েছে?
ক সামাজিক ইতিহাস খ সাংস্কৃতিক ইতিহাস
খ গ ধর্মীয় ইতিহাস ঘ আঞ্চলিক ইতিহাস

লেখক-পরিচিতি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 65

৫৭. শামসুজ্জামান খানের জন্ম সাল কোনটি?
ক ১৯৩০ খ ১৯৩৫
গ গ ১৯৪০ ঘ ১৯৪৫

৫৮. শামসুজ্জামান খান কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক ঢাকা খ মানিকগঞ্জ
খ গ রাজশাহী ঘ যশোর

৫৯. শামসুজ্জামান খান কী হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন?
ক কথাশিল্পী খ অধ্যাপক
গ গ ফোকলোরবিদ ঘ ভাষাবিদ

৬০. পেশাগত জীবনে শামসুজ্জামান খান কী ছিলেন?
ক বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক
খ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক
গ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক
ঘ ঘ সবগুলোই সঠিক

৬১. শামসুজ্জামান খান কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
ক মানিকনগর খ অষ্টগ্রাম
গ গ চারিগ্রাম ঘ পারিগ্রাম

৬২. 'গণসঙ্গীত' কোন ধরনের রচনা?
ক উপন্যাস খ প্রবন্ধগ্রন্থ
খ গ রম্য-রচনা ঘ কাব্যগ্রন্থ

৬৩. 'ফোকলোর চর্চা' কার লেখা প্রবন্ধগ্রন্থ?
ক বিপ্রদাস বড়ুয়া খ আল মাহমুদ
ঘ গ হুমায়ুজ আজাদ ঘ শামসুজ্জামান খান

৬৪. 'দুনিয়া মাতানো বিশ্বকাপ' কোন ধরনের রচনা?
ক শিশুসাহিত্য খ প্রবন্ধসাহিত্য
ক গ উপন্যাস ঘ নাটক

৬৫. নিচের কোন গ্রন্থটি শামসুজ্জামান খান যৌথভাবে রচনা করেন?
ক গণসঙ্গীত খ ঢাকাই রঙ্গরসিকতা
ঘ গ ফোকলোর চর্চা ঘ ছোটদের অভিধান

৬৬. শামসুজ্জামান খান নিচের কোন পুরস্কারটি লাভ করেন?
ক বাংলা একাডেমি পুরস্কার খ একুশে পদক
গ গ ক ও খ দুটোই ঘ উপরের একটিও না

৬৭. শামসুজ্জামান খান কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
ক ঢাকা খ রাজশাহী
ক গ মানিকগঞ্জ ঘ কুমিল্লা

৬৮. পেশাগত জীবনে শামসুজ্জামান খান ছিলেন–
ক শিল্পী খ সচিব
গ গ অধ্যাপক ঘ ব্যবসায়ী

৬৯. 'ঢাকাই রঙ্গরসিকতা' কী ধরনের রচনা?
ক ট্র্যাজেডি খ মনস্তাত্ত্বিক
গ গ রম্য ঘ সামাজিক

৭০. শামসুজ্জামান খান কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে খ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে
গ গ ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ঘ ২০২২ খ্রিস্টাব্দে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭১. বৈশাখী মেলায় থাকত–
i. কীর্তন
ii. গম্ভীরা গান
iii. যাত্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭২. আমানির ক্ষেত্রে সত্য হলো–
i. এটি একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান
ii. এটি একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান
iii. এতে ব্যবহৃত হয় কচি আমের পাতাযুক্ত ডাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৩. বাংলা নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়–
i. দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে
ii. অনেক প্রাণের আবেগে
iii. গভীর ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৪. নিচের যে বক্তব্য কবিগানের ধারণাকে স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ করে–
i. বাংলা গানের বিশেষ ধারা
ii. দেব-দেবীর যশ প্রচারমূলক সংগীত
iii. দুজন গায়কের পালা করে যুক্তি খণ্ডনমূলক গান
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৫. নববর্ষের 'হালখাতা' অনুষ্ঠানে যেটি চোখে পড়ত–
i. গ্রাহক-খরিদ্দারদের মিষ্টিমুখ করানোর দৃশ্য
ii. হাসি-ঠাট্টা ও গাল-গল্পের মাঝে বকেয়া আদায়
iii. সাজানো-গোছানো পরিবেশে উৎসবের আনন্দ উপভোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৬. ষাঁড়ের লড়াইয়ের জন্য বিখ্যাত অঞ্চল–
[রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর]
i. কিশোরগঞ্জ
ii. নেত্রকোনা
iii. নড়াইল
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৭. বাংলা নববর্ষকে প্রধান জাতীয় উৎসব বলা হয়েছে কেন? [দি. বো. '১৯]
i. মানুষের অংশগ্রহণ দিনকে দিন বাড়ছে
ii. ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করে
iii. প্রাণের আবেগ ও গভীর ভালোবাসায় পালিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৮. নববর্ষের অনুষ্ঠানমালা হলো– [চ. বো. '১৮]
i. সামাজিক
ii. সর্বজনীন
iii. জাতিগত
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৭৯ ও ৮০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
কিছু স্বশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত সৃষ্টিশীল মানুষের হাতে এই ধারা সৃষ্টি হয়েছে। পয়লা বৈশাখ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে আগে প্রচুর গানের আসর বসত। এতে থাকত কবিদের দুটি দল। একদল প্রশ্ন ছুড়ে দিলে, প্রতিপক্ষ কবিতা ও গানের ঢঙে তার জবাব দিত।

৭৯. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের কোন গানের বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
খ ক জারি খ কবিগান গ গম্ভীরা ঘ কীর্তন

৮০. কবিগানের ধারাটিকে সাহিত্যের ক্ষীণ ধারা বলা হয়েছে। কারণ–
i. এতে ছন্দমিল অনিয়মিত
ii. এটি খিস্তি-খেউড়যুক্ত
iii. এটি উচ্চতর জীবনবোধসম্পন্ন নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৮১ ও ৮২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
পয়লা বৈশাখে বাবার সাথে বেড়াতে বের হয় দশ বছরের মীনা। শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি কাপড়ের দোকান নানা রঙের বাতি, রঙিন কাগজ ও ফুল দিয়ে সাজানো দেখতে পায়। হাসি মুখে লোকজন আসছে। দোকান কর্মচারীরা তাদের মিষ্টিমুখ করাচ্ছে। [য. বো. '১৮]

৮১. উদ্দীপকের বিষয়টি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে উল্লিখিত কোন উৎসবকে নির্দেশ করে?
ক বৈশাখী মেলা খ পুণ্যাহ
ঘ গ আমানি ঘ হালখাতা

৮২. উল্লিখিত উৎসবে প্রাধান্য পায়–
i. দোকানির ব্যস্ততা
ii. আমোদ-প্রমোদ
iii. আনুষ্ঠানিকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৮৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাজু গ্রামে থাকে। সেখানে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে। তবে নববর্ষ উপলক্ষে যে আয়োজন চলে তার ভূমিকা অপরিসীম। বৈশাখী মেলা, লোকমেলা, হালখাতা সাধারণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করে। [চ. বো. '১৭]

৮৩. বাংলা সন চালু করেন কে?
ক নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা খ সম্রাট আকবর
খ গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ সম্রাট বাবুর

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৮৪ ও ৮৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
পিয়াস এতদিন রমনার বটমূলে বর্ণাঢ্য বর্ষবরণের গল্পই শুনেছে মাত্র। দু'একবার টিভিতেও দেখেছে। কিন্তু এবার সে মিলনমেলায় এসে বুঝতে পারল, এর বিশালতা তার কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। এটি এখন বাঙালি প্রাণের উৎসব। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র– সবই যেন একাকার হয়ে গিয়েছে এখানে। [ঢা. বো. '১৬]

৮৪. 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের কোন সুর উদ্দীপকটিতে ধ্বনিত হয়েছে?
ক রমনা পাকুড়মূলে গণজোয়ার
খ নববর্ষের ব্যানার-ফেস্টুন
গ হালখাতা, পুণ্যাহ ও মেলার উৎসব
ক ঘ জৌলুসহীন, বিবর্ণ মেলা

৮৫. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বাক্যগুলো হলো–
i. আবহমান বাঙালিত্বের পরিচয়
ii. স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বাধাহীন পরিবেশে উৎসব পালন
iii. জনগণের বিপুল আগ্রহ-উদ্দীপনায় জাতীয় অনুষ্ঠান পালিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও iii খ ii ও iii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৮৬ ও ৮৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
সামান্তা তার বাবার সাথে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান দেখে ফিরছিল। পথে তারা একটি দোকানে নিমন্ত্রণ খেতে গেল। দোকানের মালিককে তার বাবা কিছু টাকা দিলে মালিক একটা নতুন খাতায় লিখে রাখলেন। দোকানে তারা মিষ্টি, পানীয় ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত হলো। [ব. বো. '১৬]

৮৬. সামান্তা ও তার বাবা দোকানের যে অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণে যোগ দিয়েছিল তার নাম কী?
ক পুণ্যাহ খ হালখাতা
খ গ নবান্ন ঘ বৈসাবি

৮৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য মূলত–
i. বাকি পাওনা আদায়
ii. ক্রেতাকে মিষ্টিমুখ করানো
iii. ক্রেতার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — শিখনফলের ধারায় প্রণীত

প্রশ্ন ০১ ঢাকা বোর্ড ২০১৯

নিশি অবসান ঐ পুরাতন বর্ষ হও গত
বন্ধু হও শত্রু হও যেখানে যে রহ
ক্ষমা করিও আজিকার মতো
পুরাতন বর্ষের সাথে পুরাতন অপরাধ যতো।

ক. বাংলা নববর্ষের প্রধান অনুষ্ঠানের নাম কী? ১
খ. 'বাংলা নববর্ষ আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব'– কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ভাবার্থ 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের কোন দিকটি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সমগ্র ভাব ধারণ করে না।– বিশ্লেষণ কর। ৪

▶ শিখনফল ১

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক • বাংলা নববর্ষের প্রধান অনুষ্ঠানের নাম বৈশাখী মেলা।

খ • ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব বাঙালি অভিন্ন জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উৎসবে মেতে ওঠে বলে বাংলা নববর্ষ আমাদের অন্যতম প্রধান জাতীয় উৎসব।

• নতুন বছরের শুরুতে দিনের প্রথম প্রহরে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়। বাঙালি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দে মেতে ওঠে। তারা নববর্ষের দিনে জাতির মঙ্গল কামনা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে বাংলা নববর্ষ পালনের প্রেরণা সক্রিয় ছিল। কারণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করেছিল। সর্বোপরি বাংলা নববর্ষ আমাদের জাতীয় উৎসব।

গ • উদ্দীপকের ভাবার্থ 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার দিকটি নির্দেশ করে।

• বাংলা নববর্ষ বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসব। এ উৎসবে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। বাঙালি জাতি আনন্দঘন পরিবেশে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে পুরাতন বছরের গ্লানি ও জীর্ণতা পেছনে ফেলে নতুন বছরকে বরণ করার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। বন্ধু ও শত্রুর ভেদাভেদ উপেক্ষা করে সবাইকে পরস্পরের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে নতুন দিনের নতুন আনন্দে মেতে ওঠার যে আহ্বান করা হয়েছে তা 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের নববর্ষকে বরণ করে নেওয়ার বিষয়টিকে নির্দেশ করে। বাংলা বছরের প্রথম দিন হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে, সবাই সবার সঙ্গে মিলেমিশে নতুন দিনের নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়। উদ্দীপকেও এই বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ • উদ্দীপকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সমগ্র ভাব ধারণ করে না।— মন্তব্যটি যথার্থ।

• বাংলা নববর্ষ উদযাপন বাঙালির ঐতিহ্য। নতুন বছরকে বাঙালি নানা উৎসবের মধ্য দিয়ে বরণ করে নেয়। নববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে 'বাংলা নববর্ষ' বরণ অনুষ্ঠানের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে, শত্রু-বন্ধুর ভেদাভেদ না রেখে, পুরাতন বছরকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করার যে চেতনার কথা বলা হয়েছে তা 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের পুরাতন বছরকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে সাদরে গ্রহণ করার চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়া অন্য কোনো বিশেষ দিক উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। অন্যদিকে, 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে বাংলা নববর্ষের ঐতিহাসিকতা, নতুন আঙ্গিকে 'বাংলা নবরর্ষ' পালনে রবীন্দ্রনাথ ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ভূমিকা, বাংলা নববর্ষের সঙ্গে বাঙালির সম্পৃক্ততা, জাতীয় উৎসব হিসেবে বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রভৃতি তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি।

• 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে পুরাতনকে বিদায় দেওয়া এবং নতুন বছরকে বরণ করার বরণ করার আহ্বানের যে বিষয়টি রয়েছে তার সঙ্গেই উদ্দীপকের মিল পাওয়া যায়। এছাড়া এ প্রবন্ধে হালখাতা, বৈশাখী মেলা, পুণ্যাহ, আমানি, বৈসাবি, ষাঁড়ের লড়াই, বলী খেলা ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। এগুলোর কোনোটিই উদ্দীপকের প্রতিফলিত হয়নি। এসব দিক বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০২ সিলেট বোর্ড ২০১৭

নয়ন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সে গ্রামের একটি স্কুলে পড়াশোনা করে। একদিন তাদের গ্রামের মাঠে লোকের সমাগম, দোকান এবং বিভিন্ন ধরনের খেলনা দ্রব্যসামগ্রী দেখে সে হতবাক। সে এ ধরনের পরিবেশ ইতঃপূর্বে দেখেনি। বাবার হাত ধরে সে আজ অনেক ঘুরেছে, নতুন নতুন অনেক কিছু দেখেছে। বাবা তাকে পুতুল নাচ ও সার্কাস উপভোগ করিয়ে নাগরদোলায় চড়ালেন এবং বিভিন্ন জিনিস কিনে দিলেন। এ ধরনের আয়োজন সকল শ্রেণির, সকল পেশার মানুষের উৎসাহ, উদ্দীপনা নয়নের ভালো লাগল।

ক. চট্টগ্রামে বাংলা নববর্ষে কোন মেলা বসত? ১

খ. বাঙালির নববর্ষ উৎসব বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে নয়নের দেখা অনুষ্ঠানের সঙ্গে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের যে অনুষ্ঠানের মিল রয়েছে তার পরিচয় তুলে ধর। ৩

ঘ. "নয়নের দেখা অনুষ্ঠানই বাংলা নববর্ষের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়"— 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক • চট্টগ্রামে বাংলা নববর্ষে মহামুনির বৌদ্ধপূর্ণিমা মেলা বসত।

খ • নববর্ষ বা নতুন বছরের আগমন উপলক্ষ্যে বাঙালি যে উৎসব পালন করে তাই বাঙালির নববর্ষ উৎসব।

• বাংলা সনের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখ বাঙালির নববর্ষ উৎসব। এ উৎসব বাঙালি মহা ধুমধামের সাথে সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়ে উদযাপন করে। বাঙালি নববর্ষ উৎসবে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এ উৎসব বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলেই উদযাপন করা হয়। তবে রাজধানী ঢাকার নববর্ষ উৎসব অনেকটা ব্যতিক্রম। কারণ পয়লা বৈশাখে রমনার পাকুড়মূলে ছায়ানটের বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নববর্ষ উৎসবে একটা ভিন্ন মাত্রা এনেছে। যার ফলে গোটা রমনা এলাকা এ দিনে মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে।

গ • উদ্দীপকে নয়নের দেখা অনুষ্ঠানের সঙ্গে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের বৈশাখী মেলার মিল রয়েছে।

• বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন বাঙালি জাতির অনেক পুরোনো ঐতিহ্য। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এদিন নানা উৎসবের আয়োজন করা হয়। এ সময় নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় বাংলা নববর্ষের মেলা বসে।

• উদ্দীপকে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র নয়নের দেখা বৈশাখী মেলার বর্ণনা রয়েছে। মেলা উপলক্ষ্যে তাদের গ্রামের মাঠে অনেক লোকের সমাগম হয়। বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর দোকান এবং খেলনা দেখে নয়ন অবাক হয়েছে। পুতুল নাচ, সার্কাস, নাগরদোলাসহ বৈশাখী মেলার নানা আয়োজন, সব শ্রেণি-পেশার মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা নয়নের ভালো লাগে। 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও বৈশাখী মেলার এমন আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। পয়লা বৈশাখে আয়োজিত মেলাকে বলা হয় বৈশাখী মেলা। দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষের সমাগমে বৈশাখী মেলা মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। নানা আয়োজনে মুখর থাকে বাংলা নববর্ষের অন্যতম অনুষ্ঠান বৈশাখী মেলা। প্রবন্ধে আলোচিত বৈশাখী মেলার অনুষ্ঠানের সঙ্গেই উদ্দীপকে নয়নের দেখা অনুষ্ঠানের মিল রয়েছে।

ঘ • "নয়নের দেখা অনুষ্ঠানই বাংলা নববর্ষের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• বাঙালির জাতীয় জীবনে বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব অনেক। বাংলা নববর্ষের নানা আয়োজন এর গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুলাংশে। বিভিন্ন পেশার মানুষ বাংলা নববর্ষের উৎসবে একাত্মতা পোষণ করে আনন্দে মেতে ওঠে।

• উদ্দীপকে বাংলা নববর্ষের অন্যতম প্রধান উৎসব বৈশাখী মেলার বর্ণনা রয়েছে। মেলায় বিভিন্ন লোকের সমাগম, বিভিন্ন ধরনের খেলনা, দ্রব্যসামগ্রী, সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদি আয়োজনে হতবাক সপ্তম শ্রেণির ছাত্র নয়ন। মেলায় সব শ্রেণির মানুষের উৎসাহ, উদ্দীপনা নয়নের ভালো লাগে। 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও বৈশাখী মেলার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বৈশাখী মেলাই বাংলা নববর্ষের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়। বৈশাখী মেলার বর্ণনা ছাড়াও প্রবন্ধে পুণ্যাহ, হালখাতা, জব্বারের বলী খেলা, আমানির মতো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

• বাঙালি জাতির কাছে বাংলা নববর্ষ অনেক গুরুত্ব বহন করে। বাঙালি অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নববর্ষ পালন করে। 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে বৈশাখী মেলা, হালখাতা, পুণ্যাহ, ঘোড়দৌড়, বৈসাবি, আমানি, বিভিন্ন খেলা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে শুধু বৈশাখী মেলার কথা বলা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের নয়নের দেখা অনুষ্ঠানই বাংলা নববর্ষের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৩ দিনাজপুর বোর্ড ২০১৭

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে খয়রার পুকুর বাজারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মেলার আয়োজন করে। এ মেলায় একদিকে থাকত যাত্রা, সার্কাস ও নাগরদোলা, অন্যদিকে থাকত হা-ডু-ডু, পুকুরে হাঁস ধরার খেলা ও লাঠি খেলা। এছাড়াও আরও থাকত নানা ধরনের শখের মৃৎশিল্প ও পণ্যসামগ্রী। এসব মিলে এলাকাবাসী বৈচিত্র্যপূর্ণ এক আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে।

ক. যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. বাংলা সনের প্রবর্তন কীভাবে হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের আংশিক প্রতিচ্ছবি"— মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক • যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।

খ • বাংলা সনের প্রবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।

• ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ মনে করেন, মুঘল সম্রাট আকবর চান্দ্র হিজরি সনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমন্বয় করে ১৫৫৬ সাল বা ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন। অবশ্য আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, মহামতি আকবর সর্বভারতীয় যে ইলাহি সন প্রবর্তন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই আকবরের কোনো প্রতিনিধি বা মুসলমান সুলতান বা নবাব বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।

গ • উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের বৈশাখী মেলার উৎসবমুখর দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

• বাংলা নববর্ষ আমাদের বাঙালিদের প্রাণের উৎসব। এই দিনে সকল মানুষ একসাথে মিশে যায়। আর এই ভ্রাতৃত্ববোধ আমাদের বাঙালির ঐতিহ্য।

• উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। সেই মেলাতে বিভিন্ন খেলাধুলা ও কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মেলাকে আরও উৎসবমুখর করে তোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বৈশাখী মেলার আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। সেই মেলাতেও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এবং আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেলাকে সার্থক করে তোলার কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের বৈশাখী মেলার উৎসবমুখর দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ • "উদ্দীপকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের আংশিক প্রতিচ্ছবি"— মন্তব্যটি যথার্থ।

• পয়লা বৈশাখ আমাদেরকে চিরন্তন বাঙালি ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা সবাই হারিয়ে যাই আমাদের শাশ্বত বাঙালির অস্তিত্বের মাঝে।

• উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজনের দিকটি ফুটে উঠেছে। মেলাকে আরও উৎসবমুখর করে তুলতে যেসব প্রস্তুতি নেওয়া হয় সেদিকটিও প্রকাশিত হয়েছে। 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে বাংলা নববর্ষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ইতিহাস, বাংলা সালের উৎপত্তির ইতিহাসসহ বৈশাখী আয়োজনের নানান দিক উঠে এসেছে প্রবন্ধে।

• উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখের একটি আয়োজনের দিক ফুটে উঠেছে। 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে পয়লা বৈশাখের সার্বিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের আংশিক প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ০৪ ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

পাড়ার কতিপয় বন্ধুকে সাথে নিয়ে আশিক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রভাবশালী খালেক ব্যাপারী নিজের আধিপত্য খর্ব হওয়ার ভয়ে শুরুতেই তাতে বাধা দেয়। বাধা উপেক্ষা করে সংঘবদ্ধ হয় আশিক ও তার বন্ধুরা। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে থাকে। বিশেষ করে পয়লা বৈশাখ, বৈশাখী মেলা, পৌষ-পার্বণের মেলা, হালখাতা প্রভৃতি উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এসব অনুষ্ঠানে মানুষ নিত্যপণ্য বেচা-কেনা করে, দেখা-সাক্ষাৎ ভাববিনিময় করে। এক সময় খালেক ব্যাপারীর আধিপত্য শেষ হয়ে যায়।

ক. 'আমানি' কী? ১

খ. হালখাতা অনুষ্ঠান এখন আগের মতো সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের খালেক ব্যাপারীর আচরণ 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের কোন ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাংস্কৃতিক আয়োজন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

০৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক • 'আমানি' হচ্ছে বাংলা নববর্ষের একটি প্রাচীন আঞ্চলিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

খ • মানুষের হাতে নগদ টাকা থাকায় এবং বাকিতে বিকিকিনি না হওয়ায় হালখাতা অনুষ্ঠান এখন আগের মতো সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় না।

• পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহত্তম অনুষ্ঠান হালখাতা। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় ফসলের মৌসুমে বাকিতে সওদাপাতি সংগ্রহ করতেন এবং ফসল পাওয়ার পর তা পরিশোধ করে দিতেন। এই টাকা সংগ্রহের জন্য দোকানদাররা হালখাতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। বর্তমানে মানুষের হাতে নগদ টাকা থাকার কারণে তারা আর আগের মতো বাকিতে কেনাকাটা করেন না। দোকানিরাও সেই কারণে আগের মতো সাড়ম্বরে হালখাতা অনুষ্ঠান করেন না। আগে দোকানিরা গ্রাহকদের মিষ্টিমুখ করাতেন। হালখাতা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগে দোকানি ও গ্রাহকদের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হতো।

গ • উদ্দীপকের খালেক ব্যাপারীর আচরণ 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনে পাকিস্তানিদের বিরোধিতার ঘটনার প্রতিনিধিত্ব করে।

• 'বাংলা নববর্ষ' বাঙালির প্রাণের উৎসব। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের মানুষ নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ উৎসব পালন করে আসছে।

• পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার বাঙালিকে বর্ষবরণ উৎসব পালন করতে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে, এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী। উদ্দীপকের খালেক ব্যাপরীর আচরণে সেই বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে। উদ্দীপকে আশিক তার বন্ধুদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলে খালেক ব্যাপারী তাকে বাধা দিয়েছে। সে তার নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে আশিকদের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছে। খালেক ব্যাপারীর এই আচরণ তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আচরণের অনুরূপ।

ঘ • সাংস্কৃতিক আয়োজন মানুষের মধ্যে জাতীয়বোধের জাগরণ ও বিকাশ ঘটিয়ে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাকে প্রভাবিত করে।

• একটি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায় বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। যে দেশের সংস্কৃতি যত উন্নত সেই দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাও তত উন্নত।

• 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে লেখক বাংলা নববর্ষের অতীত ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং বাঙালির সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিত করেছেন। তখন এদেশের মানুষ তাদের প্রাণের উৎসব 'বাংলা নববর্ষ' স্বাধীনভাবে উদ্‌যাপন করতে পারেনি। কারণ পাকিস্তানিরা 'বাংলা নববর্ষ' উদ্‌যাপনকে তাদের আদর্শের পরিপন্থী বিবেচনা করে বিরোধিতা করেছে। এতে বাঙালিরা প্রতিবাদ করেছে এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে রুখে দাঁড়িয়েছে। তাদের সাংস্কৃতিক চেতনায় জাতীয়বোধের জাগরণ ঘটেছে। অবশেষে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিষেধাজ্ঞা, বিরোধিদের জয় হয়েছে। উদ্দীপকের আশিকদের সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিরোধিতা করলেও খালেক ব্যাপারী সফল হতে পারেনি। এক সময় তার আধিপত্যও শেষ হয়ে গেছে।

• 'বাংলা নববর্ষ' উৎসবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব বাঙালি একত্রে আনন্দে মেতে ওঠে। এতে তাদের পরস্পরের প্রতি যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রকাশ পায় তাতে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্যায়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে। যা একটি দেশের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কালে কালে বাঙালি সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে।

প্রশ্ন ০৫ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯

মতিনের বন্ধুরা বাংলা নববর্ষে বেড়াতে যাবে শুনে সেও যেতে চাইল। কিন্তু মতিনের বাবা তাকে যেতে বাধা দিয়ে বললেন, 'এটা আমাদের উৎসব নয়।' অবশেষে মায়ের হস্তক্ষেপে মতিন বন্ধুদের সাথে বেড়াতে গেল। গিয়ে দেখে, স্কুলের বিশাল মাঠে যেন রঙের মেলা। এক পাশে আছে নাগরদোলা, চরকি আর সাপের খেলা। পুরো মাঠজুড়ে নানা পণ্যের বাহারি দোকান। নারী-পুরুষ-শিশু সবাই নতুন রঙিন পোশাকে সেজেছে। ধনী-দরিদ্র সবার চোখে-মুখে আনন্দের ঝিলিক।

ক. বৈসাবি কোন এলাকার উৎসব? ১

খ. বৈশাখী মেলাকে 'বাৎসরিক বিনোদনের জায়গা' বলা হয়েছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মতিনের বাবার মানসিকতা 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে উল্লিখিত কাদের মানসিকতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মতিনের দেখা উৎসবটি বাংলা নববর্ষের একমাত্র উৎসব নয়'— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

ক • বৈসাবি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকার উৎসব।

খ • বৈশাখী মেলা গ্রাম-বাংলার মানুষের জন্য নানা আনন্দ আয়োজনে থাকত বলে একে বাৎসরিক বিনোদনের জায়গাও বলা হতো।

• বাংলা নববর্ষের অন্যতম প্রধান উৎসব হলো বৈশাখী মেলা। দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখের প্রথম দিনে বার্ষিক মেলা বসে। এইসব মেলা অঞ্চল বিশেষের মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়। নানা সংবাদ আদান-প্রদান নানা বিষয়ের মতো বিনিময়ের আদর্শ স্থান এসব মেলা। এখানে থাকত কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, পুতুল নাচসহ নানা আনন্দ-আয়োজন। এজন্য একে বাৎসরিক বিনোদনের জায়গা বলা হতো।

গ • উদ্দীপকের মতিনের বাবার মানসিকতা 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের স্বৈরাচারী পাকিস্তানি সরকারের মানসিকতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

• বাংলা নববর্ষ উৎসব বাঙালি জাতি মহা ধুমধামের সাথে এবং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়ে উদ্‌যাপন করে। তবে নববর্ষ উদযাপন পাকিস্তানি আমলে মোটেও সহজ ছিল না। বাঙালির শ্রেষ্ঠ এই উৎসব পালনে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

• উদ্দীপকের মতিন নববর্ষে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার কথা বললে তার বাবা নিষেধ করেন। তিনি বলেন এটা আমাদের উৎসব নয়। মতিনের বাবার এই মানসিকতা পাকিস্তানি আমলের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের সমতুল্য। কারণ সেই আমলে বাঙালিকে বাংলা নববর্ষ উৎসব পালন করতে দেওয়া হয়নি। তারা বলেছে এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী। পাকিস্তানিদের এই চেতনার সাথে উদ্দীপকের মতিনের বাবার মানসিকতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ • মতিনের দেখা উৎসবটি বাংলা নববর্ষের একমাত্র উৎসব নয়— উক্তিটি যথার্থ।

• 'বাংলা নববর্ষ' উৎসব পালনের ঐতিহ্য বাঙালির বহু দিনের। বাংলা বছরের প্রথম দিনে জাতি নানা আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এই দিনটিকে পালন করে।

• উদ্দীপকের মতিন বাংলা নববর্ষে বৈশাখী মেলায় যায়। সেখানে গিয়ে মতিন দেখে স্কুলের মাঠে নাগরদোলা, সাপের খেলা এসেছে। শিশু-কিশোর রঙিন পোশাক পরে মেলায় এসেছে। 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও বৈশাখী মেলার কথা বলা হয়েছে। তবে এটা নববর্ষ উদযাপনের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়। বাঙালি জাতি বাংলা নববর্ষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উদযাপনের মধ্য দিয়ে পালন করে।

• 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে বাঙালির প্রাণের উৎসব। পয়লা বৈশাখের নানা অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। বৈশাখী মেলার পাশাপাশি হালখাতা, আমানি, ঘোড়দৌড়, বলীখেলা, বৈসাবীসহ বিভিন্ন লোকমেলার কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, মতিনের দেখা উৎসবটি বাংলা নববর্ষের একমাত্র উৎসব নয়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৬ বরিশাল বোর্ড ২০১৯

প্রায় সব দেশে, সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে সব সংস্কৃতিতেই নববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রথা প্রচলিত আছে। এর মাধ্যমে একটি মৌলিক ঐক্য আমাদের চোখে পড়ে। তা হলো নবজন্ম, বা পুনর্জন্ম, পুরনো জীর্ণতাকে বিদায় দিয়ে সতেজ সজীব নবীন এক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করার আনন্দানুভূতি। গ্রাম-নগর নির্বিশেষে বাংলার সব মানুষ, সে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ কি খ্রিস্টান হোক, পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এ সময় বৈশাখী মেলা, হালখাতা, পুণ্যাহ, বৈসাবি উৎসবসহ নানা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

ক. কত হিজরিতে বাংলা সন চালু হয়? ১

খ. 'আমানি' অনুষ্ঠানকে মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাব ফুটে ওঠেনি— মন্তব্যটির সত্যতা নির্ণয় কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

ক • ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সন চালু হয়।

খ • বাড়ির সবার মঙ্গলের জন্য 'আমানি' নামক অনুষ্ঠানটি পালিত হয় বলে একে মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান বলা হয়।

• 'আমানি' বাংলা নববর্ষের একটি প্রাচীন অনুষ্ঠান, যা মূলত কৃষকদের পারিবারিক অনুষ্ঠান। চৈত্র মাসের শেষদিনের সন্ধ্যারাতে গৃহকর্ত্রী এক হাঁড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপক্ক চাল ছেড়ে দিয়ে সারারাত ভিজতে দেন এবং তার মধ্যে একটি কচি আমের পাতাযুক্ত ডাল বসিয়ে রাখেন। পয়লা বৈশাখের সূর্য ওঠার আগে ঘর ঝাড়ু দিয়ে গৃহকর্ত্রী সেই হাঁড়ির পানি সারা ঘরে ছিটিয়ে দেন। পরে ভেজা চাল সবাইকে খেতে দেন। তাদের বিশ্বাস যে, এতে বাড়ির সবার মঙ্গল হ[illegible] এ ধরনের অনুষ্ঠানকে মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান বলা হয়।

গ • উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে প্রকাশিত বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও এর সর্বজননীতা ও উদ্দেশ্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।

• নববর্ষ মানেই নতুন বছরের আগমন। পুরোনো জরা-গ্লানি আর দুঃখ মুছে ফেলে নতুনভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণায় নববর্ষ উৎসব চির ভাস্বর। নববর্ষের এই চেতনা হৃদয়ে ধারণ করে বাঙালি জীবন উৎসব আনন্দে মুখরিত হয়।

• উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে প্রকাশিত নববর্ষ উদ্‌যাপনে বিশ্বের সব জাতির রীতির দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, প্রায় সব দেশে, সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে সব সংস্কৃতিতেই নববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রথা প্রচলিত। পুরোনোকে বিদায় দিয়ে নবীন এক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করার আনন্দানুভূতির কথা 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও প্রকাশ পেয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে, পয়লা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব। নববর্ষ সকল দেশের সকল জাতিরই আনন্দ উৎসব ও কল্যাণ কামনার দিন। প্রবন্ধের এ দিকটিই উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয়েছে।

ঘ • উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে সম্পূর্ণ ভাব ফুটে ওঠেনি।— মন্তব্যটি সত্য।

• বাংলা নববর্ষ পালনের ঐতিহ্য বাঙালির বহুদিনের। বাংলা বছরের প্রথম দিন এ জাতি নানা আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। বৈশাখী মেলা, বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়।

• 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে বাংলা নববর্ষের বিভিন্ন উৎসবের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকে পৃথিবীর সব দেশে সব জাতিতে সব সংস্কৃতিতে নববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রথার কথা বলা হয়েছে। বাঙালি জাতি কীভাবে নতুন বছরকে বরণের উৎসবে মেতে ওঠে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এসব বিষয় 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও প্রকাশ পেয়েছে। তবে এটিই আলোচ্য প্রবন্ধের একমাত্র বিষয় নয়। এছাড়াও বহুমুখী বিষয় ও ভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

• 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক নববর্ষ উদ্‌যাপনের সর্বজনীন দিকটি যেমন তুলে ধরেছেন তেমনই নববর্ষ পালনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের বর্ণনা করেছেন। বাংলা নববর্ষ প্রবর্তনের কথা, পাকিস্তানি আমলে এ অনুষ্ঠান পালনের নানা প্রতিবন্ধকতার কথা ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৭ রাজশাহী বোর্ড ২০১৭

সিমলা গ্রামের সাগরিকার বয়স দশ বছর। জীবনে কখনো একসাথে অনেক লোক দেখেনি। দেখেনি হাট-বাজার, মেলা ও জিনিসপত্র। পয়লা বৈশাখে বাবার সাথে মেলায় গিয়ে বিভিন্ন খেলনাসামগ্রী ক্রয় করে। পরে পুতুল নাচ, কবিগান, সার্কাসসহ বিভিন্ন বিষয় উপভোগ করে, পরে নাগরদোলায় চড়ে খুশি মনে ফিরে যায়।

ক. মুঘল সম্রাট আকবর কত সালে বাংলা সন চালু করেন? ১
খ. বৈসাবি উৎসব কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাগরিকার দেখা অনুষ্ঠানের সঙ্গে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের যে দিকটি মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাগরিকার দেখা অনুষ্ঠান 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের একমাত্র দিক নয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৫

ক • মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৫৬ সালে বা ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন।

খ • নতুন বছরের আগমনে উপজাতিরা বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু এ তিনটি উৎসবকে একত্র করে যে উৎসব করে তাকে বৈসাবি উৎসব বলে।

• পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত উপজাতিরাও নববর্ষের উৎসব পালন করে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় নববর্ষের উৎসব নানা আনন্দময় ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। কেননা পাহাড়ি উপজাতিদের প্রধান তিনটি অনুষ্ঠান বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু। এ তিনটি অনুষ্ঠানকে একত্রিত করে তারা একটি উৎসব করে যার নাম দিয়েছে বৈসাবি। বৈসুব থেকে 'বৈ', সাংগ্রাই থেকে 'সা' ও বিজু থেকে 'বি'— এই বর্ণগুলো নিয়ে বৈসাবি নামকরণ করা হয়েছে।

গ • সাগরিকার দেখা অনুষ্ঠানের সঙ্গে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে উল্লিখিত বৈশাখী মেলার মিল রয়েছে।

• বাঙালি প্রতিবছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। বৈশাখী মেলা বাংলা নববর্ষের একটি অন্যতম উৎসব। গ্রাম-শহর সব জায়গায়ই বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয় পয়লা বৈশাখে।

• উদ্দীপকে সাগরিকা পয়লা বৈশাখে বাবার সাথে মেলায় যায়। সেখানে সে বিভিন্ন ধরনের খেলনাসামগ্রী ক্রয় করে। পুতুল নাচ, কবি গান ও সার্কাস উপভোগ করে সে মেলায়। সে নাগরদোলায় চড়ে। তার দেখা এ মেলাটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে উল্লিখিত বৈশাখী মেলা নামে পরিচিত। প্রবন্ধে লেখক বৈশাখী মেলার বর্ণনা দিয়েছেন। এ মেলায় দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসে। মানুষের আগমনে মিলনমেলায় রূপ নেয় মেলা। মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে রাখে। সেখানে কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, গম্ভীরা গান শুনে, পুতুল নাচ দেখে ও নাগরদোলায় চড়ে আনন্দ উৎসব করে মানুষ। তাই বলা যায় যে, সাগরিকার দেখা অনুষ্ঠানের সঙ্গে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে উল্লিখিত বৈশাখী মেলার মিল রয়েছে।

ঘ • উদ্দীপকের সাগরিকার দেখা অনুষ্ঠান 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের একমাত্র দিক নয়— মন্তব্যটি যথার্থ।

• বাংলা নববর্ষ বাঙালির প্রাণের উৎসব। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে এ উৎসব সবার। বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে মিশে আছে।

• উদ্দীপকে সাগরিকা তার বাবার সাথে বৈশাখী মেলায় যায়। সেখানে সে একসঙ্গে অনেক মানুষ দেখে। বিভিন্ন খেলার সামগ্রী ক্রয় করে। পুতুল নাচ, কবিগান, সার্কাস উপভোগ করে। অন্যদিকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও বাংলা নববর্ষের অন্যতম অনুষ্ঠান বৈশাখী মেলার কথা বলা হয়েছে। এই বৈশাখী মেলাই 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের একমাত্র আলোচ্য বিষয় নয়। এ ছাড়াও প্রবন্ধে আরও বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, যেমন— পুণ্যাহ, আমানি, হালখাতা, বাংলা নববর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা।

• উদ্দীপকে সাগরিকার দেখা অনুষ্ঠানটি হলো বৈশাখী মেলা। বৈশাখী মেলার বর্ণনা 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও প্রকাশ পেয়েছে। এই বিষয়টি ছাড়াও এখানে নববর্ষের ইতিহাস, ঐতিহ্য, রাজনৈতিক ইতিহাস, বৈশাখী বিভিন্ন উৎসব ইত্যাদির বর্ণনাও প্রকাশ পেয়েছে, যা উদ্দীপকের বর্ণনায় অনুপস্থিত। তাই আমরা বলতে পারি যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৮ বিষয় : হালখাতা।

পয়লা বৈশাখ কেন্দ্র করে দেশের ছোট-বড় প্রায় সব ধরনের ব্যবসায়ী হালখাতা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। শহর-বন্দর-গ্রাম সর্বত্রই এ উৎসবের প্রস্তুতি চলছে বেশ জোরেশোরে। এর মধ্যে রাজধানীর পুরান ঢাকায়ই এ উৎসব সবচেয়ে বেশি জমকালোভাবে উদ্‌যাপিত হয়। চৈত্র মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে আগের সব দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করেন। পয়লা বৈশাখে নগদে বেচাকেনা করেন। এদিন ব্যবসায়ীরা লাল কভারের নতুন খাতা চালু করেন। এতে থাকে নতুন বছরের হিসাব-নিকাশ।

[তথ্যসূত্র : আমাদের সময়, ০৯/০৪/২০১৭]

ক. যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠিত হয় কত সালে? ১
খ. ব্যবসায়ীরা হালখাতা অনুষ্ঠান করতেন কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অনুষ্ঠান 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের কোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে আলোচিত একটি অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সামগ্রিকতা নয়।" — বক্তব্যের তাৎপর্য বিচার কর। ৪

▶ শিখনফল ৫

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক • যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠিত হয় ১৯৫৪ সালে

খ • ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদের কাছ থেকে বকেয়া টাকা আদায় করা এবং নতুন বছরের হিসাব খেলার জন্য হালখাতা অনুষ্ঠান করতেন।

• পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহত্তম অনুষ্ঠান হালখাতা। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ার কারণে ফসলের মৌসুম শেষ হলে কৃষকেরা বাকিতে সওদাপাতি সংগ্রহ করতেন এবং ফসল ওঠার সঙ্গে কৃষকের অর্থপ্রাপ্তির কারণে এই ফসল বিক্রি করে কৃষকেরা দোকানির টাকা মিটিয়ে দিতেন। তারা পয়লা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে দোকানিদের বাকি টাকা পরিশোধ করতেন। এদিন দোকানিরা গ্রাহকদের মিষ্টিমুখ করাতেন। হালখাতার মূল উদ্দেশ্য বকেয়া অর্থ পরিশোধ হলেও এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দোকানি ও গ্রাহক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।

গ • উদ্দীপকে বর্ণিত অনুষ্ঠান 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের হালখাতা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

• বাংলা নববর্ষ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যময়তা বাংলা নববর্ষকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। তেমনই ব্যবসায়ীদের একটি অনুষ্ঠান হালখাতা।

• উদ্দীপকে পয়লা বৈশাখ কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের হালখাতা অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। পয়লা বৈশাখের দিন শহর-বন্দর-গ্রাম সর্বত্রই হালখাতা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলে। ব্যবসায়ীরা চৈত্র মাসের শেষ দিনে আগের সব দেনাপাওনার নিষ্পত্তি করেন। পয়লা বৈশাখের দিন লাল মলাটের নতুন খাতা চালু করেন। 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও পয়লা বৈশাখের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান হালখাতার কথা বলা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা এ দিন হালখাতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মানুষ পয়লা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে এসে দোকানিদের বাকির টাকা মিটিয়ে দেয়, মিষ্টি মুখ করে। হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজবের মধ্যে বকেয়া আদায় এবং উৎসবের আনন্দ উপভোগ দুই-ই সম্পন্ন হয়। আর উদ্দীপকে বর্ণিত এই 'হালখাতা' অনুষ্ঠানটিই আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচিত হালখাতা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ • "উদ্দীপকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে আলোচিত একটি অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সামগ্রিকতা নয়।"— বক্তব্যটি যথার্থ।

• বাংলা নববর্ষ মানেই নানা উৎসব আয়োজন ও মানুষের একসঙ্গে মিলিত হয়ে দিনটিকে বরণ করে নেওয়া। তাই বাংলা নববর্ষ বাঙালির জাতীয় উৎসব। ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে দেশব্যাপী বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়।

• উদ্দীপকে পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের আয়োজিত হালখাতা অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। এদিন ব্যবসায়ীরা আগের সব দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করে নতুন বছরের হিসাব চালু করেন। অত্যন্ত জমকালোভাবে হালখাতা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও নববর্ষের নানা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক বর্ণনায় উঠে এসেছে পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান 'হালখাতা'র কথা। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে এ অনুষ্ঠানটি করতেন ব্যবসায়ীরা। হালখাতা অনুষ্ঠানে মানুষ দোকানে এসে মিষ্টিমুখ করতেন, দোকানিদের পাওনা টাকা মিটিয়ে দিতেন। হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে বকেয়া আদায় এবং উৎসবের আনন্দ উপভোগ দুই-ই সম্পন্ন হতো।

• 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে বাংলা নববর্ষের অতীত ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি বাংলা নববর্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা নববর্ষের পুণ্যাহ, হালখাতা, বৈশাখী মেলা, আমানি, বৈসাবি, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার বর্ণনা প্রবন্ধে রয়েছে। আর উদ্দীপকটি প্রবন্ধে আলোচিত একটি অনুষ্ঠান হালখাতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অন্যান্য বিষয় প্রকাশ করে না। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৯ রাজশাহী বোর্ড ২০১৮

রহমত তার দশ বছরের সন্তান তূর্যকে নিয়ে বেড়াতে যান। সেদিন ছিল পহেলা বৈশাখ। একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকতেই তূর্য দেখতে পেল দোকানটি ঝালরকাটা বিভিন্ন রঙের কাগজ দিয়ে সাজানো। রহমত বেশ কিছু টাকা দোকানিকে দিলেন, আর দোকানি তার সাধ্যমতো তাদেরকে মিষ্টিমুখ করালেন। তারপর তূর্যকে নিয়ে রহমত স্থানীয় এক স্কুল মাঠে গেলেন। তূর্য দেখল সেখানে অনেক লোকের সমাগম, আর বিভিন্ন রকমের ছোট ছোট দোকান। সেখানে নানা রকম জিনিস বিক্রি হচ্ছে। সে পুতুল নাচ, নাগরদোলাসহ আরও নানা আনন্দ আয়োজন দেখতে পেল।

ক. 'পুণ্যাহ' কী? ১

খ. 'কিন্তু সে বিজয় স্থায়ী হয়নি।'— কেন? ২

গ. উদ্দীপকের দোকানির মিষ্টিমুখ করানোর দিকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের স্কুল মাঠের অনুষ্ঠানটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সর্ব প্রধান অনুষ্ঠানের বাস্তব রূপায়ণ। মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৬

ক • 'পুণ্যাহ' হলো খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠান।

খ • উক্তিটিতে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের অসাধারণ বিজয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

• ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারকে বিপুলভাবে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। কিন্তু সেই বিজয় স্থায়ী হয়নি। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে এবং সামরিক শাসন জারি করে তা সাময়িকভাবে রুখে দিয়েছে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার।

গ • উদ্দীপকে দোকানির মিষ্টিমুখ করানোর দিকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের হালখাতার বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

• বাংলা নববর্ষ বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব বাঙালি এই উৎসবে মেতে ওঠে। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালন করে বাঙালি জাতি।

• উদ্দীপকে বলা হয়েছে, রহমত তার দশ বছরের সন্তান তূর্যকে নিয়ে বেড়াতে যান পহেলা বৈশাখের দিন। তূর্য তার পিতার সাথে একটি কাপড়ের দোকানে যায়। দোকানটি নান রকম রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো। তূর্যর পিতা দোকানিকে বেশ কিছু টাকা দেন। টাকা পেয়ে দোকানি তাদের পিতা-পুত্রকে মিষ্টিমুখ করান। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় হালখাতা অনুষ্ঠান। উদ্দীপকের এ হালখাতা অনুষ্ঠানটির কথা 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও বলা হয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, এ অনুষ্ঠানটি করতেন ব্যবসায়ীরা। দোকানিরা এ দিন রঙিন কাগজ দিয়ে দোকান সাজান। কৃষকেরা এ দিন দোকানে উপস্থিত হয়ে সারা বছরের বকেয়া শোধ করে দেন। দোকানিরা তাদের তখন মিষ্টিমুখ করান। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকে দোকানির মিষ্টিমুখ করানোর দিকটি আলোচ্য প্রবন্ধের হালখাতার বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

ঘ • উদ্দীপকের স্কুল মাঠের অনুষ্ঠানটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সর্ব প্রধান অনুষ্ঠানটির বাস্তব রূপায়ণ।— মন্তব্যটি যথার্থ।

• বাংলা নববর্ষে সারা বাংলাদেশ আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। বাংলা নববর্ষ বাঙালির জাতীয় উৎসব। মানুষ নানা আনন্দ আয়োজনের মধ্য দিয়ে নববর্ষকে বরণ করে নেয়। নববর্ষে মানুষ পুরাতনকে ভুলে নতুনের আনন্দে মেতে ওঠে।

• উদ্দীপকে দেখা যায় তূর্য তার বাবার সাথে পহেলা বৈশাখের দিন স্থানীয় এক স্কুল মাঠে যায়। সেখানে অনেক লোকের সমাগম ঘটেছে। ছোট ছোট অনেক দোকান বসেছে। দোকানগুলোতে বিক্রয় হচ্ছে নানা জিনিস। সেখানে পুতুলনাচ ও নাগরদোলাও রয়েছে। তূর্যর দেখা এই অনুষ্ঠানটি বাংলা নববর্ষের প্রধান উৎসব বৈশাখী মেলা। 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বৈশাখী মেলার

আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এই মেলা ছিল মানুষের বাৎসরিক বিনোদনের জায়গা। মেলায় থাকত কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, পুতুল নাচ, নাগরদোলাসহ নানা আনন্দ আয়োজন।

• 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে বলা হয়েছে বাংলা নববর্ষের একটি প্রধান অনুষ্ঠান হলো বৈশাখী মেলা। দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখের প্রথম দিনে এই মেলাগুলো বসে। যাতে বিভিন্ন আনন্দ আয়োজন থাকে। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আরও অনেক অনুষ্ঠান হয় তবে বৈশাখী মেলাই বাংলা নববর্ষের আনন্দ আয়োজনের প্রাণ। উদ্দীপকের স্কুল মাঠের অনুষ্ঠানটি সেই আনন্দ আয়োজনেরই প্রতিচ্ছবি। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১০ রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

পয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালির এক অনন্য উৎসব, তার অন্যতম জাতীয় উৎসব। এর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ও গৌরবমন্ডিত। অবশ্য কালের যাত্রাপথ ধরে এর উদযাপন রীতিতে নানা পালাবদল ঘটেছে, বিভিন্ন সময়ে তা বিভিন্ন মাত্রিকতা অর্জন করেছে। সুদূর অতীতে এর সঙ্গে কৃষি সমাজের যোগসূত্র ছিল অবিচ্ছেদ্য।

ক. ছায়ানট কী? ১

খ. নববর্ষের উৎসব কীভাবে দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে? ২

গ. 'সুদূর অতীতে এর সঙ্গে কৃষি সমাজের যোগসূত্র ছিল অবিচ্ছেদ্য।'— উদ্দীপকের এই লাইনের সঙ্গে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে সাদৃশ্যের জায়গাগুলো কোথায়? উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সমগ্র চেতনাকে ধারণ করতে পেরেছে কি? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৭

ক • ছায়ানট হলো বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান।

খ • সকল বাঙালি জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নববর্ষ উৎসব পালন করার কারণে বাংলা নববর্ষ উৎসব দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

• নতুন বছরের শুরুতে দিনের প্রথম প্রহরে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়। বাঙালি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলে নববর্ষের দিনে জাতির মঙ্গল কামনা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে নববর্ষের প্রেরণাও সক্রিয় ছিল। কারণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করেছিল। সর্বোপরি একত্রে এই উৎসব পালন করায় বাংলা নববর্ষ আমাদের জাতীয় উৎসব।

গ • "সুদূর অতীতে এর সঙ্গে কৃষি সমাজের যোগসূত্র ছিল অবিচ্ছেদ্য।"— উদ্দীপকের এই লাইনের সঙ্গে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে 'পুণ্যাহ' ও 'হালখাতা' অনুষ্ঠানের।

• বাংলা নববর্ষ বাঙালির প্রাণের উৎসব। জরাজীর্ণতা, হতাশা, গ্লানি, দুঃখ মুছে ফেলে নতুনভাবে বাঁচার প্রেরণা নিয়ে আসে নববর্ষ। নববর্ষের এই চেতনা হৃদয়ে ধারণ করে বাঙালি জীবন আনন্দমুখর হয়ে ওঠে।

• উদ্দীপকে বাংলা নববর্ষ উৎসবের গুরুত্ব এবং সুদূর অতীতে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে কৃষি সমাজের যোগসূত্রের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা নববর্ষ প্রচলনের শুরুতেই কৃষির সম্পৃক্ততা ছিল সেই বিষয়টি এখানে নির্দেশিত হয়েছে। এই বিষয়টি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকের বিষয়টি প্রবন্ধের 'পুণ্যাহ' ও 'হালখাতা' অনুষ্ঠানকে নির্দেশ করেছে। অতীতে জমিদারি আমলে পয়লা বৈশাখে প্রজারা নবাব বা জমিদার বাড়িতে 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যেতেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায়। পরে ব্যবসায়ীরা 'হালখাতা' অনুষ্ঠান করে তাদের বিগত বছরের পাওয়া টাকা আদায় করতেন। কৃষকরা মৌসুমের ফসল বিক্রি করে ব্যবসায়ীদের পাওনা পরিশোধ করতেন। প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে একইভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ • না, উদ্দীপকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সমগ্র চেতনাকে ধারণ করতে পারেনি।

• বাংলা নববর্ষ বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে। নববর্ষের উৎসব বাঙালির প্রাণের উৎসব। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের নতুন দিনকে উৎসবমুখর পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয়।

• উদ্দীপকে বাংলা নববর্ষ উৎসব পালনে বাঙালির উৎসাহ ও ধারাবাহিকতার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সুদূর অতীতে এই উৎসব পালনে কৃষি সমাজের যোগসূত্র স্থাপনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দীপকের এই বিষয়গুলো 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে আলোচিত বাংলা নববর্ষের গুরুত্ব, কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ততা, 'পুণ্যাহ ও হালখাতা' অনুষ্ঠানকে নির্দেশ করলেও পুরো বিষয়কে প্রতিফলিত করে না। কারণ, এই প্রবন্ধে বাংলা নববর্ষ অনুষ্ঠান কোলকাতার ঠাকুর পরিবার এবং বাংলা দেশের ছায়ানট-এর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি।

• 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে লেখক নববর্ষের যে তিনটি সর্বজনীন উৎসবের কথা বলেছেন সেগুলো উদ্দীপকে সম্পূর্ণভাবে নির্দেশিত হয়নি। এছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যে বর্ণনা প্রবন্ধে রয়েছে, সেগুলোও উদ্দীপকে অনুপস্থিত। বৈসাবি, আমানিসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই দিনে যেসমস্ত উৎসব ও খেলাধুলার কথা প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে তা উদ্দীপকে নেই। এসব কারণে তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সমগ্র চেতনাকে ধারণ করতে পারেনি।

প্রশ্ন ১১ বিষয় : পুণ্যাহ বাংলা নববর্ষের একটি অনুষ্ঠান।

পুণ্যাহ তো করতেই হবে।

চৈত্র সংক্রান্তি থেকে সাতই বৈশাখ পুণ্যাহ উৎসবের সময়। আলিবর্দির সময়ে তো বড় জাঁকজমক হত। নবাব বসতেন খোলা দরবারে। খাজনা সংগ্রহকারী আমলাদার, জমিদার, বণিক সবাই এসে নবাবের সামনে নামিয়ে রাখতেন খাজনার টাকা এবং নজরানা। নবাবও একে তাকে বকশিশ করতেন। খাওয়া-দাওয়া চলত। [তথ্যসূত্র : মানিক দুলের বন্ধু— মহাশ্বেতা দেবী]

ক. চট্টগ্রামে প্রচলিত বলী খেলার প্রবর্তন করেন কে? ১

খ. 'আমানি' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের কোন অনুষ্ঠানের কথা প্রকাশ পেয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকের অনুষ্ঠানটি বাংলা নববর্ষের একটি অনুষ্ঠানমাত্র, এটি ছাড়াও 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে আরও অনেক অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে— মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৭

ক • চট্টগ্রামে বলী খেলার প্রবর্তন করেন আবদুল জব্বার নামের এক ব্যক্তি।

খ • 'আমানি' বাংলা নববর্ষের একটি প্রাচীন আঞ্চলিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

• 'আমানি' বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান। এটি মূলত কৃষকদের পারিবারিক অনুষ্ঠান। চৈত্র মাসের শেষ দিনের সন্ধ্যা রাতে গৃহকর্ত্রী এক হাঁড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপক্ক চাল ছেড়ে দিয়ে সারা রাত ভিজতে দেন এবং তার মধ্যে একটি কচি আমের পাতাযুক্ত ডাল বসিয়ে রাখেন। পয়লা বৈশাখের সূর্য ওঠার আগে ঘর ঝাড়ু দিয়ে গৃহকর্ত্রী

সেই হাঁড়ির পানি সারা ঘরে ছিটিয়ে দেন। পরে ভেজা চাল সবাইকে খেতে দেন। তাদের বিশ্বাস যে, এতে বাড়ির সবার মঙ্গল হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠানকে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বলা হয়।

গ • উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

• উৎসব বা অনুষ্ঠান বলতে বোঝায় আনন্দের মধ্য দিয়ে অনেক মানুষ একসঙ্গে মিলিত হওয়া। সবাই যখন একসঙ্গে মিলিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট দিন, সময় বা মুহূর্তকে উদ্‌যাপন করে, তখন তা অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির সংস্কৃতিতে নানা রকম উৎসব রয়েছে।

• 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে বাংলা সন চালু হওয়ার কথা বলা হয়েছে। নববর্ষ উদ্‌যাপনে নানা আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয়। নবাব এবং জমিদাররা চালু করেন 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান। পয়লা বৈশাখে প্রজারা নবাব বা জমিদারবাড়িতে আমন্ত্রিত হতেন, তাদের মিষ্টিমুখ করানো হতো। সেই আপ্যায়নে পান-সুপারিও দেওয়া হতো। তবে এর মূল উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায়। এই পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের কথা উদ্দীপকেও প্রকাশ পেয়েছে। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে সাতই বৈশাখ পুণ্যাহ উৎসবের সময় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমক হতো। নবাব বসতেন খোলা দরবারে। খাজনা সংগ্রহকারী আমলাদার ও জমিদাররা নবাবের সামনে খাজনার টাকা ও নজরানা নামিয়ে রাখতেন। নবাবও তাদের বখশিশ দিতেন। খাওয়া-দাওয়াও চলত। উভয় ক্ষেত্রেই পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে আলোচ্য প্রবন্ধে বর্ণিত পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ • উদ্দীপকের অনুষ্ঠানটি বাংলা নববর্ষের একটি অনুষ্ঠানমাত্র, এটি ছাড়াও আলোচ্য রচনায় আরও অনেক অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

• বাংলা নববর্ষ বাঙালির জাতীয় উৎসব। এ উপলক্ষ্যে সারা দেশে বিভিন্ন আনন্দ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে যোগ দেয় বাংলার আপামর জনগণ।

• উদ্দীপকে পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে প্রাচীনকালে কীভাবে পুণ্যাহ অনুষ্ঠান পালিত হতো সেই বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। আর 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে এই পুণ্যাহ অনুষ্ঠান ছাড়াও হালখাতা, আমানি, বলী খেলা, বৈশাখী মেলা, মঙ্গল শোভাযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

• 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে লেখক বাংলা নববর্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেছেন, যা উদ্দীপকে নেই। উদ্দীপকে কেবল বাংলা নববর্ষের বা পয়লা বৈশাখের একটি অনুষ্ঠান পুণ্যাহর কথা বলা হয়েছে। সেখানে প্রবন্ধের অন্যান্য আনন্দ অনুষ্ঠানের কথা প্রকাশ পায়নি। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১২ যশোর বোর্ড ২০১৭

গত পয়লা বৈশাখে রিহাম তার বাবার সাথে বাজারে গিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে। সে লক্ষ করে যে, বাজারের বড় দোকানগুলো মনোরম সাজে সজ্জিত। রিহামের বাবা তাকে নিয়ে কয়েকটি দোকানে গেলে দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা মিষ্টান্ন দ্বারা পিতা-পুত্রকে আপ্যায়ন করেন।

ক. 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য কী? ১

খ. বৈশাখী মেলা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের যে দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সমগ্র ভাব প্রতিফলিত হয়নি।"— উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

▸ শিখনফল ৮

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক • 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো খাজনা আদায়।

খ • নববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখের প্রথম দিনে বার্ষিক যে মেলা বসে তাকে বৈশাখী মেলা বলে।

• বাংলা সন চালু হওয়ার পর থেকে নববর্ষ উৎসব পালিত হয়। নববর্ষ উদ্‌যাপনের সাথে সাথে আরও নানা আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয়। বৈশাখী মেলা সেগুলোর মধ্যে একটি প্রধান অনুষ্ঠান। যেমন খুব প্রাচীন ঠাকুরগাঁ জেলার রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদের মেলা এবং চট্টগ্রামের মহামুনির বৌদ্ধপূর্ণিমা মেলা। এসব মেলায় গ্রামবাসীর ঐতিহ্য প্রকাশ পায়। পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় ও শখের সব জিনিসপত্র। এসব মেলা এক সময় খুব ধুমধামের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতো।

গ • উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের হালখাতার দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে।

• বাংলা নববর্ষকে বাংলার মানুষ নানা উৎসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে বরণ করে। হালখাতা তেমনই বাংলা নববর্ষের একটি অন্যতম ব্যবসায়িক অনুষ্ঠান। এ দিন ক্রেতারা ব্যবসায়ীদের কাছে সারা বছরের পাওনা শোধ করেন। ব্যবসায়ীরাও ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে নতুন হিসাবের খাতা চালু করেন।

• উদ্দীপকের রিহাম পয়লা বৈশাখের দিন তার বাবার সাথে বাজারে গিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে। নববর্ষের কারণে এ দিন বাজারের দোকানগুলো মনোরম সাজে সজ্জিত হয়। ব্যবসায়ীদের হালখাতা অনুষ্ঠানে রিহাম ও তার বাবাকে মালিক ও কর্মচারীরা মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করেন। উদ্দীপকের এ হালখাতা অনুষ্ঠানের বর্ণনা 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধেও রয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, এ অনুষ্ঠানটি করতেন ব্যবসায়ীরা। হালখাতা অনুষ্ঠানে কৃষকেরা উপস্থিত হয়ে মিষ্টিমুখ করতেন এবং সারা বছরের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতেন। এ দিন ব্যবসায়ীরা দোকান সুন্দর করে সাজাতেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের হালখাতা অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ • "উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সমগ্র ভাব প্রতিফলিত হয়নি।"— উক্তিটি যথার্থ।

• বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে। নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ এ দিনটিকে বরণ করে নেয়। বিভিন্ন আনন্দ আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলার মানুষ নববর্ষ পালন করে।

• উদ্দীপকে বাংলা নববর্ষে ব্যবসায়ীদের অন্যতম অনুষ্ঠান হালখাতার কথা বলা হয়েছে। পয়লা বৈশাখে রিহাম তার বাবার সাথে হালখাতার অনুষ্ঠানে গিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে। এ দিন দোকানগুলো সুন্দর করে সাজানো হয়। হালখাতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে রিহাম ও তার বাবাকে দোকানের কর্মচারীরা মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করে। অন্যদিকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে এই অনুষ্ঠানটির বর্ণনা ছাড়াও বৈশাখী মেলা, পুণ্যাহ, আমানি, বৈসাবি, ষাঁড়ের লড়াই, বলীখেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে প্রাবন্ধিক নববর্ষের দিনটির গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন।

• 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে বাংলা নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বর্ণনার পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির কথাও প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা নববর্ষের দিনটি সারাদিন কীভাবে উদ্‌যাপিত হয় এবং বর্তমানে কীভাবে পালিত হচ্ছে সে কথাও প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকে বাংলা নববর্ষের একটি অনুষ্ঠানের কথা অর্থাৎ হালখাতার কথা প্রকাশ পেয়েছে, যা বংলা নববর্ষের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দীপকে বাংলা নববর্ষ প্রবন্ধের সমগ্র ভাব প্রতিফলিত হয়নি। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৩ বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

আজ পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ। রবি ও শেফা সকাল থেকে নতুন পোশাক পরে মহা আনন্দে রয়েছে। তাদের বাবা কেরামত মিয়া নিজেও একটু পরিপাটি হয়ে রবি ও শেফাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাসেল মণ্ডলের মুদি দোকানের উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে রবি ও শেফার চোখ ছানাবড়া। এর আগে এখানে তারা শুধু বাকিতে মাল নিতে এসেছে। আজ রঙিন শামিয়ানা, রংবেরঙের কাগজ আর ফুল দিয়ে দোকানটা সাজানো হয়েছে। রাসেল চাচা আজ তাদেরকে যত্ন করে বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি ও লুচি খাওয়ালেন।

ক. নববর্ষ উপলক্ষ্যে মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জে কোন খেলা অনুষ্ঠিত হতো? ১

খ. 'বলী' খেলা কী? ব্যাখ্যা কর? ২

গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে উল্লিখিত নববর্ষ উদ্‌যাপনের কোন অনুষ্ঠানের পরিচয় ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের অনুষ্ঠানটি বাংলা নববর্ষের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৮

ক • নববর্ষ উপলক্ষ্যে মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জে হাডুডু খেলা এবং গরুর দৌড় অনুষ্ঠিত হতো।

খ • বলী খেলা হচ্ছে বাংলা নববর্ষ পালনের বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের শক্তি পরীক্ষার একটি প্রতিযোগিতামূলক খেলা।

• বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ১৯০৭ সাল থেকে কক্সবাজারসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের নানা স্থানে বলী খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ খেলায় একজন আরেকজনের সঙ্গে কুস্তি লড়ে। ফলে এ খেলাকে কুস্তি খেলা বলে। এ বিখ্যাত কুস্তি খেলাটির আরেক নাম বলী খেলা। আবদুল জব্বার নামের এক ব্যক্তি এ বলী খেলার প্রবর্তন করেন বলে একে 'জব্বারের বলী' খেলাও বলা হয়।

গ • উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে উল্লিখিত নববর্ষ উদ্‌যাপনের হালখাতা অনুষ্ঠানের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

• হালখাতা বাংলা নববর্ষের একটি অন্যতম ব্যবসায়িক অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠান পালন করেন ব্যবসায়ীরা। এ দিনে সারা বছরের পাওনা বকেয়া শোধ করেন ক্রেতারা। ব্যবসায়ীরা নতুন খাতা খোলেন।

• উদ্দীপকে বাংলা নববর্ষের দিন নতুন পোশাক পরে রবি ও শেফা বাবার সঙ্গে বেড়াতে বের হয়। রাসেল মণ্ডলের মুদির দোকানে গিয়ে তারা দেখে দোকানটি রঙিন শামিয়ানা, রংবেরঙের কাগজ আর ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। দোকানদার রাসেল চাচা তাদের যত্ন করে মিষ্টি ও লুচি খাওয়ালেন। উদ্দীপকের এ অনুষ্ঠানটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের হালখাতা অনুষ্ঠানটিকে নির্দেশ করে। বাংলা নববর্ষ প্রবন্ধেও এই অনুষ্ঠানটির কথা বলা হয়েছে। সারা বছর যে কৃষকেরা বাকিতে নানা রকম জিনিস কিনতেন নববর্ষের দিন তারা বকেয়া মিটিয়ে দিতেন। এ উপলক্ষ্যে দোকান সাজানো হতো এবং গ্রাহক-খরিদ্দারদের মিষ্টিমুখ করানো হতো। উদ্দীপকে বাংলা নববর্ষ প্রবন্ধে নববর্ষ উদ্‌যাপনের এই হালখাতা অনুষ্ঠানের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

ঘ • উদ্দীপকের অনুষ্ঠানটি বাংলা নববর্ষের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়।— মন্তব্যটি যথার্থ।

• বাংলা নববর্ষ বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে। নববর্ষের উৎসব বাঙালির প্রাণের উৎসব। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের নতুন দিনটিকে উৎসবমুখর পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয়।

• উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের অন্যতম একটি অনুষ্ঠানের কথা প্রকাশ পেয়েছে। এটি হলো নববর্ষের হালখাতা অনুষ্ঠান। এটি বাংলা নববর্ষের বাঙালির দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান। এছাড়াও 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে বৈশাখী মেলা, পুণ্যাহ, আমানি, বৈসাবি, ষাঁড়ের লড়াই, বলীখেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে লেখক নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বর্ণনার পাশাপাশি বাঙালির জীবনে এ দিনটির গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কথা বলেছেন।

• 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সারা দেশে নববর্ষের দিনটি কীভাবে পালিত হয় এবং বর্তমানে কীভাবে পালিত হচ্ছে সে কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বর্ণনায় হালখাতা, পুণ্যাহ, আমানি, বিভিন্ন ধরনের খেলা, বৈশাখী মেলা, কবিগান, যাত্রা, বৈসাবি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কথা উঠে এসেছে। আর উদ্দীপকে শুধু হালখাতা অনুষ্ঠানটির কথা বলা হয়েছে। এই দিক থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের অনুষ্ঠানটি বাংলা নববর্ষের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

১।

বৈসাবিতে মজেছে পাহাড়

রাঙামাটি প্রতিনিধি

রাঙামাটি পৌরসভা চত্বরে গতকাল সকালে চার দিনের বৈসাবি উৎসবের নানা অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেছেন চাকমা সার্কেল চিফ রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে ১২ এপ্রিল ফুলবিজু, ১৩ এপ্রিল মূলবিজু, ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ অর্থাৎ চাকমা ভাষায় গোজ্জ্যাপোজ্জ্যা ও ১৫ এপ্রিল মারমা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী জলকেলি উৎসব। এ ছাড়াও প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে থাকছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী নৃত্য-সংগীত, জুম খেলাধুলা, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, পণ্য প্রদর্শনী, বেইন বোনা প্রতিযোগিতা ও চাকমা নাট্যোৎসব। এদিকে ফুলবিজু উপলক্ষ্যে রাঙামাটি ত্রিপুরা কল্যাণ।

[তথ্যসূত্র : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন— ১০ এপ্রিল, ২০১৭]

ক. কত সাল থেকে বলী খেলার প্রচলন রয়েছে? ১

খ. আমরা নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করি কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সাদৃশ্যের দিকটি চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটিই 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের একমাত্র বিষয় নয়।"— যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২। জুহান হালখাতার অনুষ্ঠানে মিষ্টিমুখ করে বৈশাখী মেলা দেখতে যায়। মেলাতে পুতুল নাচ, যাত্রা, নাগরদোলা দেখে তার খুব ভালো লাগে। মেলা থেকে বের হয়ে সে দেখে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা নববর্ষ উপলক্ষে মুখোশ ও কার্টুনসহ শোভাযাত্রা বের করেছে। জুহান ভাবে এক সময় ঠাকুর পরিবারে নববর্ষ উৎসব পালন করায় সে আয়োজন আজ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া ভাষা আন্দোলনের পরে বেশ কিছু স্থান বৈশাখ উপলক্ষে মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে।

ক. ছায়ানট কী? ১

খ. বাংলা নববর্ষ আমাদের জাতীয় উৎসব কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের আংশিক প্রকাশ মাত্র— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নদীর কোল ঘেঁষা বটতলায় হাজার হাজার মানুষ জমেছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যেমন এটা-ওটা খেলনা কিনছে, তেমনি তাদের বাবারাও কাঠের আসবাব, মসলা-পাতি কিংবা তৈজসপত্র কিনছেন। আর একটু দূরে শোনা যাচ্ছে নাগরদোলার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ। এ দিনটির জন্য আশেপাশের গাঁয়ের মানুষেরা প্রায় বছরজুড়ে অপেক্ষায় থাকে।

ক. বাংলা সন চালু করেন কোন শাসক? ১
খ. আমানিকে আঞ্চলিক মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' রচনায় উল্লিখিত কোন সর্বজনীন উৎসবের পরিচয় রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উল্লিখিত উৎসব ব্যতীত বাঙালির আরও উৎসবের পরিচয় পঠিত রচনায় রয়েছে– বক্তব্যের তাৎপর্য বিচার কর। ৪

৪। সুমী তার দাদার সাথে মথুরাপুর গ্রামে মেলা দেখতে যায়। সে মেলায় গিয়ে নাগরদোলায় চড়ে, বায়স্কোপ দেখে। মেলায় আছে গ্রামের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র। মুড়ি, মুড়কি, জিলাপি, বাতাসা, শাপলা-শালুক দোকানিরা থরে থরে সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে।

ক. কত হিজরিতে বাংলা সন চালু হয়? ১
খ. "কিন্তু সে-বিজয় স্থায়ী হয়নি"– কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের মেলা ও 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের রমনার মেলা এক নয়।"– উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর — টপিকের ধারায় প্রণীত

প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব কোনটি? [দি. বো. '১৯]
উত্তর : আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব 'বাংলা নববর্ষ'।

প্রশ্ন ২। মুগল সম্রাট আকবর কত সালে বাংলা সন চালু করেন? [রা. বো. '১৭]
উত্তর : মুগল সম্রাট আকবর ১৫৫৬ সালে বা ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন।

প্রশ্ন ৩। 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য কী? [য. বো. '১৭]
উত্তর : 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো খাজনা আদায়।

প্রশ্ন ৪। হালখাতা কী ধরনের অনুষ্ঠান? [ব. বো. '১৭]
উত্তর : হালখাতা ব্যবসায়ীদের বাকির টাকা মিটিয়ে নতুন বছরের নতুন খাতা খোলার আনন্দময় অনুষ্ঠান।

প্রশ্ন ৫। বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম কী? [য. বো. '১৬]
উত্তর : বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ।

প্রশ্ন ৬। সাল কথাটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
[কু. বো. '১৬; চ. বো. '১৫; সকল বোর্ড ২০১৩]
উত্তর : 'সাল' কথাটি ফারসি ভাষা থেকে এসেছে।

প্রশ্ন ৭। বাংলা সন চালু করেন কোন শাসক? [ব. বো. '১৫]
উত্তর : মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সন চালু করেন।

প্রশ্ন ৮। বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু– এই তিনটি একত্রে কী উৎসব নামে পরিচিত? [সকল বোর্ড ২০১২]
উত্তর : বৈসুব, সাংহাই ও বিজু এই তিনটি একত্রে বৈসাবি উৎসব নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ৯। মোরগের লড়াই কোথায় উদ্‌যাপিত হতো?
[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
উত্তর : মোরগের লড়াই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় উদ্‌যাপিত হতো।

প্রশ্ন ১০। পয়লা বৈশাখে বাঙালির কোন উৎসব হয়?
উত্তর : পয়লা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ উৎসব হয়।

প্রশ্ন ১১। পাকিস্তান আমলে কাদেরকে নববর্ষ উৎসব পালন করতে দেওয়া হয়নি?
উত্তর : পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার বাঙালিকে নববর্ষ উৎসব পালন করতে দেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন ১২। ছায়ানট কোথায় নববর্ষের উৎসব শুরু করে?
উত্তর : ছায়ানট রমনার পাকুড়মূলে নববর্ষের উৎসব শুরু করে।

প্রশ্ন ১৩। কীসের ইতিহাস এখনও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি?
উত্তর : বাংলা সন প্রবর্তনের ইতিহাস।

প্রশ্ন ১৪। সম্রাট আকবর কোন কোন সনের সমন্বয় সাধন করে বাংলা সন চালু করেন?
উত্তর : চান্দ্র হিজরি সনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমন্বয় সাধন করে।

প্রশ্ন ১৫। বাংলা সন চালু হওয়ার পর নববর্ষ উদযাপনের সাথে সাথে নবাব ও জমিদাররা আর কী অনুষ্ঠান চালু করেন?
উত্তর : নবাব ও জমিদাররা পুণ্যাহ অনুষ্ঠান চালু করেন।

প্রশ্ন ১৬। পুণ্যাহ অনুষ্ঠান পালন করার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর : পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায়।

প্রশ্ন ১৭। বাংলা নববর্ষের আর একটি প্রধান অনুষ্ঠান কী?
উত্তর : বৈশাখী মেলা।

প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। নববর্ষ উৎসব বাংলাদেশে এতটা গভীরভাবে উদ্‌যাপিত হয় কেন?

উত্তর : পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার বাঙালিকে নববর্ষ উৎসব পালন করতে দেওয়া হয়নি বলে তা বাংলাদেশে এতটা গভীরভাবে উদযাপিত হয়।

মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সন চালু করার পর থেকেই নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্বপাকিস্তানে নববর্ষ উৎসব পালন করতে দেয়নি। তারা সর্বজনীন এ উৎসবকে তাদের শাসন ক্ষমতার বিপরীত শক্তি এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ হিসেবে দেখত। তাই বাংলাদেশ এখন এতটা প্রাণের আবেগে ও গভীর ভালোবাসায় এ উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে।

প্রশ্ন ২। আমরা নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করি কেন? বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : জাতীয় জীবনে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়েই আমরা নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করি।
বাংলা সনের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখ বাঙালি জাতি নববর্ষের উৎসব উদ্‌যাপন করে। সবার মঙ্গল কামনা করে নববর্ষের দিন আমরা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠি। কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়ে মহা-ধুমধামের মধ্য দিয়ে আমাদের নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিপুল মানুষের হৃদ্যতা, প্রাণের আবেগ ও গভীর ভালোবাসা নিয়ে উদ্‌যাপিত হয় নববর্ষ উৎসব। নতুন বছরের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশাই নববর্ষ উৎসবের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত

কর্ম-অনুশীলন তোমার এলাকার লোকজ সংস্কৃতির পরিচয় দাও (একক কাজ)। ▸ পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-65

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের এলাকার লোকজ সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

কাজের নির্দেশনা :

১. লোকজ সংস্কৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে যাও।
২. তোমার এলাকায় কোন কোন লোকজ সংস্কৃতি রয়েছে সেগুলো খুঁজে খুজে বের কর। এক্ষেত্রে তোমার পরিচিত কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের সহায়তা নিতে পার।
৩. যেসকল লোকজ সংস্কৃতির পরিচয় পাও সেগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন কর।

কাজের বর্ণনা :

আমার এলাকার লোকজ সংস্কৃতির পরিচয়

লোকসম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ, জীবনযাপন প্রণালি, চিত্তবিনোদনের উপায় ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে লোকজ সংস্কৃতি। আমার এলাকা কিশোরগঞ্জ। এখানকার বেশ কয়েকটি গ্রামে বাহারি নকশিকাঁথা তৈরি হয়। তাঁতিরা তৈরি করে সুতির শাড়ি। কুমাররা নকশাদার মাটির পুতুল, ফুলদানি, শখের হাঁড়ি-পাতিল, মনসার ঘট, লক্ষ্মীর সরা ইত্যাদি তৈরি করে। এখানে বাঁশ, বেত, পাট ও শোলা দিয়ে তৈরি হয় নানারকম নিত্যব্যবহার্য ও শৌখিন জিনিসপত্র। কয়েকটি গ্রামে তৈরি হয় নকশি শিকা ও নকশি পাখা। কিশোরগঞ্জের সব এলাকারই লোককাহিনি, লোকগীতি, ছড়া, ধাঁধা, মন্ত্র, প্রবাদ-প্রবচনের প্রচলন রয়েছে। গীতি, ছড়া, ধাঁধা নিয়ে লড়াইও হয়। এছাড়া রাখালি, বাউল, ফকির-বৈরাগীর গান শোনা যায় মাঠে, গাঁয়ের পথে ঘাটে। বিয়ের গীতে মুখর হয়ে ওঠে বিয়েবাড়ি। ঘাঁটু গানের আসর আমার এলাকার পুরোনো ঐতিহ্য। এলাকার সব শ্রেণির মানুষ এ গান উপভোগ করে। মেঘরানি, কাকতাড়ুয়া, লক্ষ্মীর ছড়া, নবান্ন, মাগন এসব এখনও কোনো কোনো এলাকায় প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া আছে নৌকা বাইচ, বউছি, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্ধা, ডাংগুলি, কানামাছি, ঘুড়ি উড়ানো, মোরগ লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই ইত্যাদি খেলা। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, ঝাঁড়-ফুঁক ইত্যাদি এখনও এলাকায় রয়ে গেছে। সব মিলিয়ে আমার এলাকার লোকজ সংস্কৃতি বেশ ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ।

কর্ম-অনুশীলন বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে তুমি তোমার বিদ্যালয়ে কী ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করবে সে সম্পর্কে একটি রূপরেখা তৈরি কর (একক কাজ)। ▸ পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-65

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

কাজের নির্দেশনা :

১. প্রথমেই বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে জেনে নাও।
২. যেসকল বিষয়গুলো বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ সেগুলো আগে চিহ্নিত করে নাও।
৩. সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শে বাংলা নববর্ষ নিয়ে বিদ্যালয়ে কী ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে সে সম্পর্কে তোমার রূপরেখাটি উপস্থাপন কর।

কাজের বর্ণনা :

বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে আমি আমার বিদ্যালয়ে যে ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করব তার একটি রূপরেখা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

আমাদের দেশে বাংলা নববর্ষ পালন করা হয় পয়লা বৈশাখে। বাংলা বছর শুরুর প্রথম দিনটি সরকারি ছুটির দিন। তাই এই দিনটি উপলক্ষ্যে—

প্রথমত : বিগত বছরের সব অকল্যাণ দূর করে আগত বছরের জন্য মঙ্গল বয়ে আনার উদ্দেশ্যে স্কুলের সব শিক্ষার্থীকে নিয়ে সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করব।

দ্বিতীয়ত : আমি আমার বিদ্যালয়ে সকাল বেলায় পান্তা-ইলিশ খাওয়ার ব্যবস্থা করব। যাতে 'মাছে-ভাতে বাঙালি'র ঐতিহ্য ধারাটি প্রকাশ পাবে।

তৃতীয়ত : আমরা স্কুলের মাঠে লোকজ সংস্কৃতির আয়োজন করব। সেখানে জারি গান, সারি গান, পালা গান, বাউল গান, কবিগান ইত্যাদি পরিবেশনের মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরব।

চতুর্থত : আমি আমাদের এলাকার মুরুব্বিদের এবং স্কুলের শিক্ষকবৃন্দকে অনুরোধ করব তাঁরা যাতে আমাদের স্কুলের মাঠে একটা বৈশাখী মেলার আয়োজন করেন। সে মেলা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করবে।

উপর্যুক্ত কার্যাবলি সমাপন করে আমি সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে সকল প্রকার অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘোষণার ব্যবস্থা করব।

সুপার সাজেশন্স

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন্স

প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ গদ্যটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সৃজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	7★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	5★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
○ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।	
○ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩, ৬	৮, ৯, ১২
○ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪, ৬, ৮	১০, ১২, ১৫, ১৭
○ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১	২

এক্সক্লুসিভ টিপস ▸▸ সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।

Bangla 1st Paper

যাচাই ও মূল্যায়ন

অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

ক্লাস টেস্ট

বাংলা প্রথম পত্র
অষ্টম শ্রেণি

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১) ১ × ১৫ = ১৫

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. রমনার পাকুড়মূলে ছায়ানট কত সালে নববর্ষের অনুষ্ঠান শুরু করে?
ক ১৯৬৫ খ ১৯৬৬
গ ১৯৬৭ ঘ ১৯৬৮

২. কত হিজরিতে বাংলা সন চালু হয়?
ক ৯৯০ হিজরিতে খ ৯৯১ হিজরিতে
গ ৯৯২ হিজরিতে ঘ ৯৯৩ হিজরিতে

৩. নববর্ষের প্রধান অনুষ্ঠান হলো–
ক হালখাতা খ বৈশাখী মেলা
গ মঙ্গল শোভাযাত্রা ঘ পুণ্যাহ

৪. বাংলা নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে কী নিহিত রয়েছে?
ক আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি
খ আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি
গ আমাদের স্বকীয়তা
ঘ আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা

৫. কোনটি নববর্ষের আঞ্চলিক উৎসব?
ক বৈসাবি খ বৈশাখী মেলা
গ হালখাতা ঘ পুণ্যাহ

৬. নেকমরদের মেলা হয় কোন জেলায়?
ক রাজশাহী খ দিনাজপুর
গ ঠাকুরগাঁ ঘ পঞ্চগড়

৭. 'হালখাতা' ও 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের মধ্যে সাদৃশ্য কিসে?
ক উদ্‌যাপনে খ আড়ম্বরতায়
গ আপ্যায়নে ঘ উদ্দেশ্য সাধনে

৮. বাংলা নববর্ষকে প্রধান জাতীয় উৎসব বলা হয়েছে কেন?
i. মানুষের অংশগ্রহণ দিনকে দিন বাড়ছে
ii. ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করে
iii. প্রাণের আবেগ ও গভীর ভালোবাসায় পালিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পয়লা বৈশাখে বাবার সাথে বেড়াতে বের হয় দশ বছরের মীনা। শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি কাপড়ের দোকান নানা রঙের বাতি, রঙিন কাগজ ও ফুল দিয়ে সাজানো দেখতে পায়। হাসি মুখে লোকজন আসছে। দোকান কর্মচারীরা তাদের মিষ্টিমুখ করাচ্ছে।

৯. উদ্দীপকের বিষয়টি 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে উল্লিখিত কোন উৎসবকে নির্দেশ করে?
ক বৈশাখী মেলা খ পুণ্যাহ
গ আমানি ঘ হালখাতা

১০. উল্লিখিত উৎসবে প্রাধান্য পায়–
i. দোকানির ব্যস্ততা
ii. আমোদ-প্রমোদ
iii. আনুষ্ঠানিকতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii

১১. শামসুজ্জামান খানের জন্ম তারিখ কোনটি?
ক ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩০
খ ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৫
গ ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪০
ঘ ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৫

১২. 'ঢাকাই রক্তারসিকতা' কী ধরনের রচনা?
ক ট্র্যাজেডি খ মনস্তাত্ত্বিক
গ রম্য ঘ সামাজিক

১৩. শামসুজ্জামান খান কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
ক ২০১৯ খ ২০২০
গ ২০২১ ঘ ২০২২

১৪. নববর্ষ উদযাপনের পেছনে কোন চেতনা যুক্ত?
ক স্থূল বিনোদন খ ভোগ-বিলাস
গ উন্মাদনা প্রকাশ ঘ কল্যাণকামী মনোভাব

১৫. যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠিত হয় কত সালে?
ক ১৯৫৪ খ ১৯৪৫ গ ১৯৩৫ ঘ ১৯৩৪

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ২ = ২০

১। প্রায় সব দেশে, সব জনগোষ্ঠীর মধ্যে সব সংস্কৃতিতেই নববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রথা প্রচলিত আছে। এর মাধ্যমে একটি মৌলিক ঐক্য আমাদের চোখে পড়ে। তা হলো নবজন্ম, বা পুনর্জন্ম, পুরনো জীর্ণতাকে বিদায় দিয়ে সতেজ সজীব নবীন এক জীবনের মধ্যে প্রবেশ করার আনন্দানুভূতি। গ্রাম-নগর নির্বিশেষে বাংলার সব মানুষ, সে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ কি খ্রিস্টান হোক, পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এ সময় বৈশাখী মেলা, হালখাতা, পুণ্যাহ, বৈসাবি উৎসবসহ নানা উৎসবের আয়োজন করা হয়।
ক. কত হিজরিতে বাংলা সন চালু হয়? ১
খ. 'আমানি' অনুষ্ঠানকে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাব ফুটে ওঠেনি– মন্তব্যটির সত্যতা নির্ণয় কর। ৪

২। আজ পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ। রবি ও শেফা সকাল থেকে নতুন পোশাক পরে মহা আনন্দে রয়েছে। তাদের বাবা কেরামত মিয়া নিজেও একটু পরিপাটি হয়ে রবি ও শেফাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাসেল মন্ডলের মুদি দোকানের উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে রবি ও শেফার চোখ ছানাবড়া। এর আগে এখানে তারা শুধু বাকিতে মাল নিতে এসেছে। আজ রঙিন শামিয়ানা, রংবেরঙের কাগজ আর ফুল দিয়ে দোকানটা সাজানো হয়েছে। রাসেল চাচা আজ তাদেরকে যত্ন করে বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি ও লুচি খাওয়ালেন।
ক. নববর্ষ উপলক্ষে মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জে কোন খেলা অনুষ্ঠিত হতো? ১
খ. 'বলী' খেলা কী? ব্যাখ্যা কর? ২
গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধে উল্লিখিত নববর্ষ উদ্‌যাপনের কোন অনুষ্ঠানের পরিচয় ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের অনুষ্ঠানটি বাংলা নববর্ষের একমাত্র অনুষ্ঠান নয়– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। সিমলা গ্রামের সাগরিকার বয়স দশ বছর। জীবনে কখনো একসাথে অনেক লোক দেখেনি। দেখেনি হাট-বাজার, মেলা ও জিনিসপত্র। পয়লা বৈশাখে বাবার সাথে মেলায় গিয়ে বিভিন্ন খেলনাসামগ্রী ক্রয় করে। পরে পুতুল নাচ, কবিগান, সার্কাসসহ বিভিন্ন বিষয় উপভোগ করে, পরে নাগরদোলায় চড়ে খুশি মনে ফিরে যায়।
ক. মুঘল সম্রাট আকবর কত সালে বাংলা সন চালু করেন? ১
খ. বৈসাবি উৎসব কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাগরিকার দেখা অনুষ্ঠানের সঙ্গে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের যে দিকটি মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাগরিকার দেখা অনুষ্ঠান 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের একমাত্র দিক নয়– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। গত পয়লা বৈশাখে রিহাম তার বাবার সাথে বাজারে গিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে। সে লক্ষ করে যে, বাজারের বড় দোকানগুলো মনোরম সাজে সজ্জিত। রিহামের বাবা তাকে নিয়ে কয়েকটি দোকানে গেলে দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা মিষ্টান্ন দ্বারা পিতা-পুত্রকে আপ্যায়ন করেন।
ক. 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য কী? ১
খ. বৈশাখী মেলা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের যে দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের সমগ্র ভাব প্রতিফলিত হয়নি।"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

উত্তরমালা ▸ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	গ	২	গ	৩	খ	৪	গ	৫	ক	৬	গ	৭	ঘ	৮	গ	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	গ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ক

উত্তরসূত্র ▸ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ▸ 162 পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ২ ▸ 167 পৃষ্ঠার ১৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৩ ▸ 163 পৃষ্ঠার ৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৪ ▸ 166 পৃষ্ঠার ১২ নং প্রশ্ন ও উত্তর